Contents

চতুর্দশ বর্ষ -

৪র্থ সংখ্যা -

তর্জুমানুল-হাদীছ

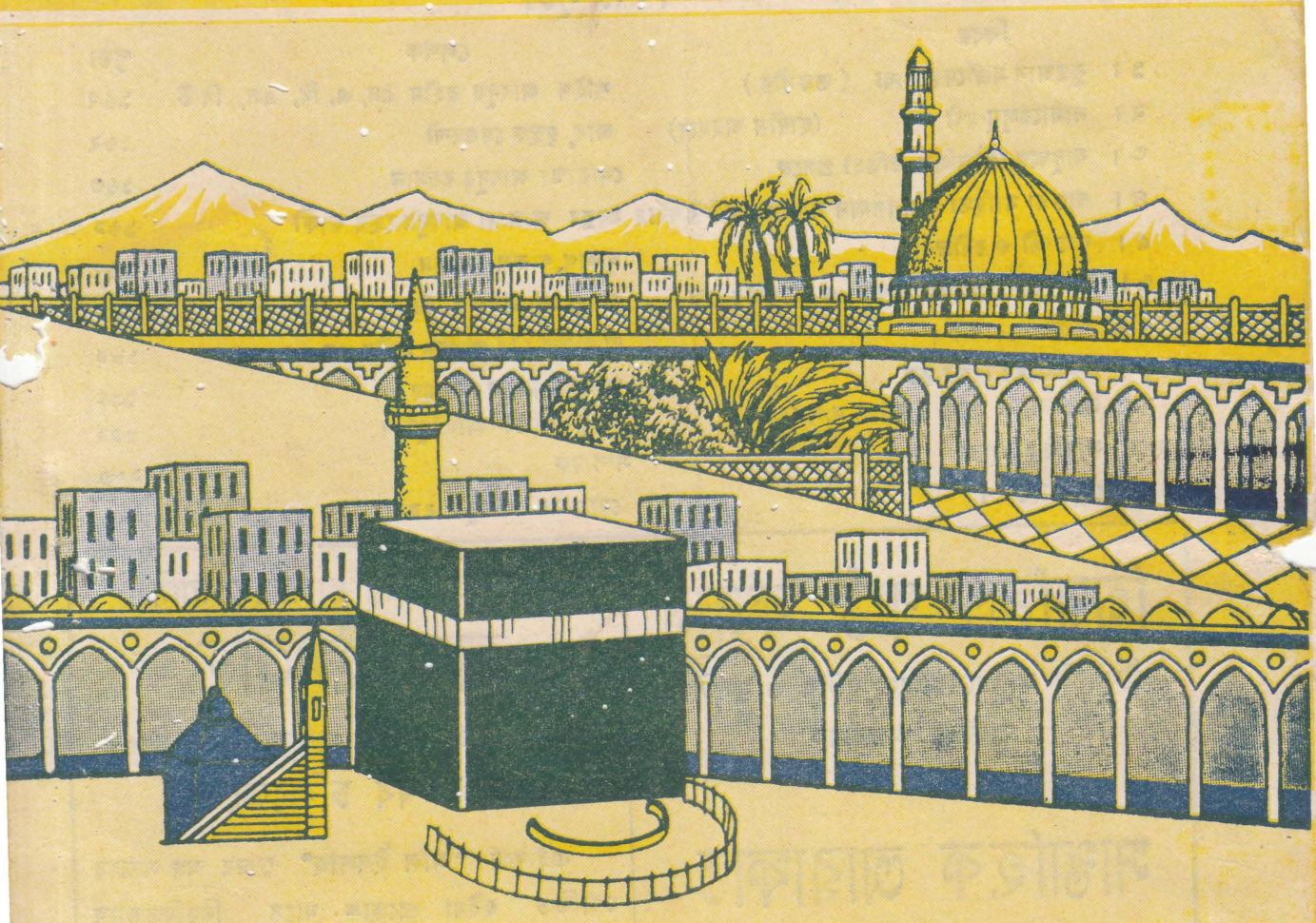

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—চতুর্থ সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৭৪ বাং　　অক্টোবর—১৯৬৭ ইং

জমাদিউস্ সানী—১৩৮৭ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	১৫৭
২।	সাময়েলুন্-নবী (হাদীস অনুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	১৬২
৩।	যাদুঘরে পৌত্তলিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৬৩
৪।	বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচি বিপর্যয়	মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী	১৬৯
৫।	বাঙালী ও রবীন্দ্রনাথ	মুফাখ্খারুল ইসলাম	১৭৭
৬।	পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতির প্রশ্ন	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	১৮১
৭।	আমরা কোথায় ?	অধ্যাপক মীর আবদুল মতীন এম, এ	১৮৯
৮।	ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব	জালাল উদ্দীন আহমদ	১৯৫
৯।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর (মসলা মাসায়েল)	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	১৯৯
১০।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	২০৩
১১।	দেশে বিদেশে	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২০৭

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১১শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০　ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৬শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	আশ্বিন, ১৩৭৪ বংগাব্দ ; জমাদিউস সানী, ১৩৮৭ হিঃ অক্টোবর, ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দ ;	চতুর্থ সংখ্যা

تفسير القران العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর

সূরা' আল্‌-'হুমাযাহ্‌

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

সূরা আল্‌-হুমাযাহ্‌ — سورة الهمزة

এই সূরার প্রথম আয়াতে 'আল্‌ হুমাযাহ্‌' শব্দ থাকায় ইহার এই নাম হইয়াছে।

নাযিল হওয়ার প্রাসঙ্গিক ঘটনা ঃ —এই সূরা নাযিল হওয়ার বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, আখ্‌নাস্‌ ইব্‌ন শারীক, উমাইয়াহ্‌ ইব্‌ন খলফ, অলীদ ইব্‌নুল মুগীরাহ্‌, 'আস্ব ইব্‌ন ওয়ায়িল প্রমুখ মুশরিক নেতারা নবী সঃ ও মুমিনদের সম্মুখে তাঁহাকে ও মুমিনদিগকে বিদ্রূপ করিত ও মুখ-ভেংচি দিত এবং তাঁহাদের অসাক্ষাতে নবী সঃ ও মুমিনদের সম্পর্কে নানা প্রকার অবমাননাকর ও অপমানজনক ব্যাপার রটনা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিত। মুশরিকদের ঐ সব আচরণের প্রতিরোধে নবী সঃ অক্ষম ছিলেন বলিয়া তিনি ও মুমিনগণ বাধ্য হইয়া মুশরিকদের ঐ সব বিদ্রূপ-বাণী অতি কষ্টে সহ্য করিতে থাকিতেন। অনন্তর এই সুযোগে আল্লাহ তা'আলা নবী সঃ-কে ও মুমিনদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস ও সান্ত্বনা দেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং অনতিবিলম্বে ঐ সব মুশরিকের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া নবী সঃ কে ও মুমিনদিগকে নিশ্চিন্ত করিবেন।

পূর্ব্বের সূরার সহিত এই সূরার সংযোগ-সূত্র—পূর্বের সূরার চারিটি গুণের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে ঐ চারিটি গুণ যাহাদের মধ্যে রহিয়াছে তাহারা ছাড়া আর সকল মানুষই ক্ষতির মধ্যে রহিয়াছে। ঐ ক্ষতিগ্রস্তদের দৃষ্টান্ত এবং তাহাদের পরিণাম এই সূরায় বর্ণনা করা হইয়াছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

১। ঐ প্রত্যেক নিন্দক, বিদ্রূপকারীর কী সর্বনাশ! ১

১ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۙ

২। যে [নিন্দক, বিদ্রূপকারী] সামান্য ধন-সম্পদ সংগ্রহ করিল এবং উহাকে সম্বল গনিল; ২

২ نِ الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ

১। هَمْز শব্দের অর্থ ভাঙ্গা চূর্ণকরা, এবং, لَمْز শব্দের অর্থ খোঁচা মারা। আর هُمَزَةٌ ও لُمَزَةٌ শব্দ দুইটি আতিশয্য ব্যঞ্জক বিশেষণ বলিয়া উহাদের অর্থ হইল যথাক্রমে অত্যন্ত ভঙ্গকারী বা চূর্ণ-বিচূর্ণকারী ও অত্যন্ত খোঁচা দানকারী, আর উহাদের তাৎপর্য হইল সম্মান ভঙ্গকারী বা অপমান-কারী ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারী। এই শব্দ দুইটির তাৎপর্য বর্ণনা করিতে গিয়া তফসীরকারগণ যাহা বলিয়াছেন তাহার সারমর্ম এইরূপ:

(ক) কাহারও সাক্ষাতে ও সম্মুখে ঘৃণাভরে বক্রোক্তি করা, ব্যঙ্গ করা, অন্তরে পীড়াদায়ক কথা বলা, উপহাস-বিদ্রূপ করা, মিথ্যা দোষারোপ করা, মুখ-ভেংচি দেওয়া, ইত্যাদি;

(খ) কাহারও অজ্ঞাতসারে তাহার উপস্থিতিতে তাহার সম্পর্কে ভ্রূ-কুঞ্চিত করা, চোখ টেপাটেপি করা, হাত বা মাথা নাড়িয়া তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা ইত্যাদি এবং

(গ) কাহারও অসাক্ষাতে ও অনুপস্থিতিতে তাহার নিন্দাবাদ করা, গীবৎ-চুকলি করা ইত্যাদি এই সবই এই আয়াতের আওতায় পড়ে।

তারপর, এই আয়াতে যে সর্বনাশের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং চতুর্থ আয়াতে যে শাস্তির ভয় দেখান হইয়াছে তাহা মূলতঃ হযরৎ মুহম্মদ সঃ-র সহিত ঐ প্রকার আচরণকারীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া নাযিল হইয়া থাকিলেও তফসীরের মূল নীতি অনুসারে কিয়ামৎ পর্যন্ত যে কোন মুসলিম অপর মুসলিমের সহিত প্রথম আয়াতে বর্ণিত আচরণ করিবে সেই চতুর্থ আয়াতে বর্ণিত শাস্তির যোগ্য হইবে।

২। প্রথম আয়াতে বর্ণিত আচরণের মূল কারণ ও উৎস এই আয়াতে বলা হইয়াছে। এই আয়াতের তাৎপর্য এই, মানুষের নিকট কিছু ধন-সম্পদ জমা হইলে সচরাচর তাহার মনে অহংকারের উদয় হয় এবং তাহারই ফলে সে অপরের প্রতি ঘৃণাভরে প্রথম

www.ahlehadeethbd.org

৩। মনে করে যে, তাহার ধন-সম্পদই তাহাকে স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে [ও রাখিবে]। ৩ يحسب ان ماله اخلده ۝

৪। না; না; উহা কোনক্রমেই সত্য নয়; বরং খাঁটি ব্যাপার এই যে সে 'হুতামা' মধ্যে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হইবে। ৪ كلا لينبذن في الحطمة ۝

৫। আর কোন্ জিনিসে তোমাকে জানাইল, 'হুতামা কী বস্তু'? ৫ وما ادرىك ما الحطمة ۝

আয়াতে বর্ণিত আচরণ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। দরিদ্রের পক্ষে সাধারণতঃ ঐ ধরণের আচরণ সম্ভব হয় না বলিয়া এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, কেবলমাত্র বিত্তশালী, ধনবান লোক ঐ প্রকার আচরণ করিলেই তাহাদিগকে ঐ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে; আর দরিদ্র গরীবেরা ঐ প্রকার আচরণ করিলে তাহা দোষনীয় হইবে না। বরং গরীবেরা যদি ঐ ধরণের বড়লোকী গর্হিত অন্যায় আচরণ করে তাহা হইলে তাহার শাস্তি ধনীদের তুলনায় বেশী কঠিন হইবে। এই প্রসঙ্গে একটি হাদীস বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তাহা এই:

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم ولهم عذاب اليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر رواه مسلم ۝

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, "কিয়ামৎ দিবসে আল্লাহ তিন প্রকার লোকের সহিত কথাও বলিবেন না, তাহাদিগকে (গুনাহ হইতে) পাক-সাফও করিবেন না এবং তাহাদের প্রতি (রহমতের) দৃষ্টিও নিক্ষেপ করিবেন না। বরং তাহদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রহিয়াছে। তাহারা হইতেছে (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী; (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও (৩) দরিদ্র অহংকারী। (মুসলিম, ১। ৭১)

مالا = সামান্য সম্পদ। মানুষ যতই ধন-সম্পদের মালিক হউক না কেন উহা আখিরাতের সম্পদের কথা দূরে থাকুক, দুনয়ার সমগ্র ধন-সম্পদের তুলনায়ই নিশ্চিতভাবে অতি সামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর। তাই এখানে বলা হইয়াছে, "যে ব্যক্তি **সামান্য ধন-সম্পদ** সংগ্রহ করিল।

عدده — ইহার দুই প্রকার অর্থ করা হয়। (এক) সে উহা গণনা করিতে থাকিল। বস্তুতঃ বখীল কৃপণেরা তাহাদের টাকা পয়সা রোজ-রোজ, মাসে মাসে বারংবার গণিয়া হিসাব করিয়া দেখিতে থাকে। (দুই) সে উহাকে সম্বল রূপে গণ্য করিতে থাকিল। বস্তুতঃ যাহারা টাকা পয়সা জমা দেখিয়াই আনন্দ পায় তাহারা উহাকে ভবিষ্যতের সম্বল জ্ঞান করে এবং উহার উপরেই জীবনের সুখ-শান্তি, এমন কি বাঁচিয়া থাকাও নির্ভর করে বলিয়া মনে করে।

৩। প্রত্যেক মানুষ নিশ্চিতভাবে জানে যে, তাহাকে এক দিন মরিতে হইবে। সে বিশ্বাস রাখে যে, দুনয়ার ধন-সম্পদ, ডাক্তার-চিকিৎসক, ঔষধ-পথ্য কোন কিছুই তাহাকে চিরকাল বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবে না। এমত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে কোনো কোনো মানুষ সম্বন্ধে এই কথা কী করিয়া বলিলেন যে, "সে মনে করে যে, তাহার ধন সম্পদই তাহাকে স্থায়ী করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিবে"? এই প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়। (এক) 'স্থায়ী রাখার' অর্থ 'জীবিত রাখা' ধরা হইলে ব্যাখ্যা হইবে এইরূপ: প্রত্যেক মানুষ বেশ বুঝে এবং সে স্বীকারও করে যে, তাহার ধন-সম্পদ তাহাকে জীবিত রাখে নাই, রাখিবে না, রাখিতে পারে না। ইহা সত্বেও কোন কোন মানুষ পার্থিব ধন-সম্পদকে যে গুরুত্ব দিয়া থাকে; তাহারা উহাকে যে ভাবে সবশ্

www.ahlehadeethbd.org

٦ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ •

৬। আল্লার এমন সদা-প্রজ্জ্বলিত হুতাশন—

٧ الَّتِى تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ •

৭। যাহা অন্তরের অন্তঃস্থলে উঁকি মারিয়া [উহার প্রকৃত অবস্থা] দেখিয়া লয়।

٨ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ •

৮। নিশ্চয় উহা তাহাদিগকে [অর্থাৎ জাহান্নামীদিগকে] অভ্যন্তরে রাখিয়া রুদ্ধ হইবে—

٩ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ •

৯। বিস্তৃত দীর্ঘ স্তম্ভ সমূহের মধ্যে। ৪

ও চরম-পরম লক্ষ্য জ্ঞানে হালাল-হারামের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া উহা অর্জনে সর্ব-শক্তি নিয়োজিত করে; তাহারা যকাৎ না দিয়া, আল্লার অনুমোদিত পথে ব্যয় না করিয়া পার্থিব ধন-সম্পদকে যে ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে ও উহার প্রশস্তি-গাহিতে থাকে এবং সর্বশেষে তাহারা যে ভাবে শত শত বৎসর স্থায়ী থাকার মত দালান-কোঠা-ইমারৎ নির্মাণে ও দুনয়ার ধন-সম্পদ গ্রাসে লিপ্ত থাকে তাহাতে তাহাদের সম্বন্ধে এ কথা বলা মোটেই অসংগত হয় না যে, তাহারা দুন্য়ার এই ধন-সম্পদকে চিরকাল উপভোগ করিবার আশাতেই এইরূপ করিয়া থাকে।

(দুই) আয়াতে 'স্থায়ী থাকার' তাৎপর্য 'খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি স্থায়ী থাকা' ধরিয়া দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করা হয়। বস্তুতঃ যে সকল লোক এমন সব মহৎ কাজ করিয়া গিয়াছেন যাহার ফল কালের প্রবাহে ম্লান হয় নাই সেই সব লোককে রূপকভাবে 'অমর' বলা হইয়া থাকে। এই হিসাবে আয়াতের তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, কোনো কোনো ধনবান লোক মনে করে যে, ধনের দরুণই তাহারা দুনয়াতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে এবং এই ধনের কল্যাণেই তাহারা জগতে অমর হইয়া থাকিবে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা পার্থিব ধন-সম্পদ আহরণে প্রাণপাত করিয়া থাকে।

৪। সূরাটির চতুর্থ আয়াৎ হইতে শেষ আয়াৎ পর্যন্ত আয়াৎগুলিতে অপমান-বিদ্রূপকারী লোকের শাস্তির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে 'হুতামা' মধ্যে নিক্ষেপ করা হইবে। 'হুতামা' শব্দের অর্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ-কারী; ইহা বিশেষণ পদ। ইহার বিশেষ্য পদটি উহ্য রহিয়াছে; তাহা হইতেছে نَار আগুন। কাজেই 'হুতামা' শব্দটির অর্থ দাঁড়াইল 'সর্ব দর্প চূর্ণকারী আগুন'। অর্থাৎ যাহারা দর্পভরে অপরকে অপমান করে, উপহাস-বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ করে তাহাদিগকে ঘৃণিত বস্তুর ন্যায় তাচ্ছিল্যভরে সর্ব দর্প চূর্ণকারী হুতামা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হইবে। যেমন কর্ম তেমনি তাহার যথোপযুক্ত শাস্তি। এখানে জাহান্নামের মধ্যে 'লইয়া যাওয়া হইবে' অথবা 'প্রবেশ করানো হইবে' না বলিয়া 'নিক্ষেপ করা হইবে' বলার মধ্যে ঐ জাহান্নামীদের চরম লাঞ্ছনার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, مَا اَدْرٰكَ বলিয়া জানানো হইয়াছে যে, ঐ সর্ব-দর্প-চূর্ণকারী হুতামা আগুন এমনি এক প্রকার আগুন হইবে যাহার স্বরূপ মনুষের পক্ষে অজ্ঞেয়, তাহার চিন্তার অতীত। উহার স্বরূপ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

www.ahlehadeethbd.org

তৃতীয়তঃ, ঐ আগুন হইবে نَارُ اللّٰهِ আল্লার বিশেষ আগুন। উহা দুন্‌য়ার সাধারণ আগুনের মত মোটেই হইবে না। বরং উহা হইবে الموقدة চির-জলন্ত; উহা কিছুতেই নিভিবে না।

চতুর্থতঃ ঐ আগুন হইবে অত্যন্ত বিচক্ষণ, অত্যন্ত বুদ্ধিমান। تطلع على الافئدة সে তাহার অধিবাসীদের অন্তরের খবর লইয়া ছাড়িবে। ভাষার আগুনের তীব্রতা ও উষ্ণতা তাহার অধিবাসীদের অন্তর পর্যন্ত গিয়া পৌছিবে; কিন্তু অন্তরকে জালাইয়া ভস্ম করিবে না। তাহাদের সারা শরীর জলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহাদের অন্তর থাকিবে জীবিত। তারপর, তাহাদের ঐ অন্তরের উপরে গড়িয়া তোলা হইবে নূতন শরীর। তারপর, তাহাদের ঐ শরীরও জলিয়া পুড়িয়া খাক হইবে, থাকিবে তাহাদের অন্তর। আবার তাহাদিগকে দেওয়া হইবে নূতন শরীর এবং তাহা জালাইয়া পোড়াইয়া আবার ধ্বংস করা হইবে। এম্‌নি ভাবে তাহাদিগকে নিরন্তর শাস্তি দেওয়া হইতে থাকিবে।

পঞ্চমতঃ ঐ জাহান্নামে ঐ লোকদিগকে নিক্ষেপ করা যখন শেষ হইবে তখন ঐ জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হইবে। উহা হইবে مؤصدة রুদ্ধ-দ্বার। ঐ জাহান্নাম হইতে বাহির হইবার কোন পথই উহার অধিবাসীদের জন্য খোলা রাখা হইবে না।

ষষ্ঠতঃ ঐ জাহান্নামীগণ অবস্থান করিবে في عمد ممددة বিস্তীর্ণ সুদীর্ঘ অগ্নি-স্তম্ভসমূহের মধ্যে। অর্থাৎ তাহারা ডান-বাম-অগ্র-পশ্চাৎ-উর্ধ-অধঃ সকল দিক হইতে আগুন দ্বারা আচ্ছন্ন থাকিবে। এই আয়াৎটির আর এক প্রকার ব্যাখ্যাও করা হয়। তাহা এই যে, ঐ জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করা হইবে বিস্তীর্ণ সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহ দিয়া। কিন্তু فى শব্দটি এই অর্থের পরিপন্থী।

www.ahlehadeethbd.org

শামায়িলুন্-নাবী

شَمَائِلُ النَّبِيِّ

নবী-স্বভাব

بسم الله الرحمن الرحيم

হযরৎ মুহম্মদ সঃ শেষ নবী ও শেষ রসূল আর আমরা তাঁহারই উম্মৎ ও তাঁহারই অনুসরণকারী। আল্লাহ তা'আলা নিজ বিধি-নিষেধ, নির্দেশ-উপদেশ ইত্যাদি মানব জাতির নিকট পৌঁছাবার জন্য মনোনীত করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে মানব জাতির জন্য নমুনা ও আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ •

অর্থাৎ আল্লার এই শেষ রসূল মুহম্মদ (সঃ)-এর কাজকাম, চালচলন, আচার-ব্যবহারই হইতেছে মানব জাতির জন্য উত্তম আদর্শ এবং উহাই তাহাদের পক্ষে অনুকরণীয়। ঐ আদর্শ সামনে রাখিয়া প্রত্যেক মানুষকে ঐ আদর্শের অনুকরণে নিজ নিজ জীবন পরিচালনা করিতে হইবে। রসূলুল্লাহ সঃ-র কেবলমাত্র আদেশ-নিষেধ পালন করিলেই মুমিন-মুসলিমের কর্তব্য সমাধা হইবে না; বরং ঐ সব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবযাত্রার প্রত্যেকটি ধারা, রীতি, নিয়ম ইত্যাদিও নিজ জীবনে রূপায়িত ও প্রতিফলিত করিতে হইবে। কাজেই তাঁহার বিভিন্ন 'ইবাদতের ধারা-পদ্ধতি এবং কেনা-বেচা, ব্যবসা-বানিজ্য, বিবাহ-তালাক ইত্যাদি ব্যবহারিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান-লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার খানাহার, কথাবার্তা, উঠা-বসা-শোওয়া ইত্যাদির ধারা-পদ্ধতির ইল্‌ম হাসিল করাও প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কেননা, ঐ সব না জানিলে তাঁহার অনুকরণ অসম্ভব। এইসব ব্যাপার সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, জামি' তিরমিযী হাদীসগ্রন্থসমূহে এবং অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সবের একত্র সমাবেশ কেবলমাত্র ইমাম তিরমিযীই করিয়াছেন তাঁহার 'শামায়িলুন্-নাবী' (شمايل النبي) গ্রন্থে। উল্লিখিত প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঐ গ্রন্থটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ করা স্থির

www.ahlehadeethbd.org

হইয়াছে। আল্লার দরবারে প্রার্থনা ও নিবেদন, তিনি যেন আমাদিগকে এই গ্রন্থের সহীহ তরজমা ও ব্যাখ্যা করিবার এবং রসূলুল্লাহ সঃ-র জীবন-যাত্রা প্রণালীর অনুকরণে আমাদের জীবন গড়িয়া তুলিবার তওফীক দান করিয়া আমাদের দুন্‌য়া ও আখিরাতের যিন্‌দিগী মঙ্গলময়, সুখময় ও সুন্দর করুন! আমীন সুম্মা আমীন!

شمايل النبي—شمايل বহুবচন; একবচনে شمال; অর্থ স্বাভাবিক ও সৎগুণাবলী। আরবী ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'শামায়িল' শব্দটি হামযার সহিত شمائل (শামাইল) লিখা হয়; কিন্তু এই শব্দটি যখন নবী সঃ সম্পর্কে লেখা হয় তখন উহা মুহাদ্দিসগণ ى যোগে شمايل (শামায়িল) লিখিয়া থাকেন।

ইমাম তিরমিযীর নাম-ধাম ও জীবনী ইন্‌শা আল্লাহ আগামী সংখ্যায় দেওয়া হইবে।

—ক্রমশঃ

(২০৮-এর পাতার পর)

আমেরের আত্মহত্যা আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনিশ্চয়তা ও জটিলতার ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে। ইহার উপর দেশের বক্ষোদেশে জুড়িয়া বসিয়া ইসরাইল নিত্য নব আক্রমণের এবং ধ্বংসলীলার মহড়া চালাইয়া যাইতেছে। জর্দানের প্রতিরক্ষা শক্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। সাম্প্রতিক আশা ছাড়া এ পর্যন্ত সে কোন মহল হইতেই অস্ত্র সরবরাহ বা অন্য কোন সাহায্য পায় নাই।

জেরুজালেম সম্পর্কে পাকিস্তান-উত্থাপিত জাতিসঙ্ঘের গৃহীত প্রস্তাবটি কার্যকরীকরণের পরিবর্তে উক্ত পবিত্র শহরটিসহ সমগ্র অধিকৃত এলাকা জবরদখলে রাখিয়া আপন শর্তে সন্ধি করার জন্য ইসরাইল আরব রাজ্যগুলিকে বাধ্য করিতে চাহিতেছে। বৃহত্তম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির গোপন ইঙ্গিতেই যে ইসরাইলের স্পর্ধা এরূপ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। অপরপক্ষে আরবদের প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সমর্থন সহানুভূতির আন্তরিকতা সম্পর্কে খুব বেশী নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নাই। অবস্থা সত্যই বড় সঙ্গীন ও করুণ। তবু বিশ্বাস রাখিতে হইবে —আল্লাহ আমাদের শ্রেষ্ঠ সহায়।

—মোহাম্মদ আবদুর রহমান

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদ আবদুর রহমান

যাদুঘরে পৌত্তলিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে

'বেতারে পাকিস্তানের আদর্শ ও তমদ্দুন বিরোধী রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার করা হইবে না'—কেন্দ্রীয় বেতারমন্ত্রী কর্তৃক এই ঘোষণা উচ্চারিত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের রবীন্দ্র-পূজারী এবং পশ্চিমবঙ্গের দালাল শ্রেণীভুক্ত তথাকথিত সুধীবৃন্দের মধ্যে চরম উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়। উত্তেজনার বেশামাল মুহূর্তে তাহারা তাহাদের অন্ধ রবীন্দ্র-প্রীতির নমুনা স্বরূপ এক বিবৃতি ঝাড়িয়া ঘোষণা করিয়া বসেন যে, "রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।"

এই বিবৃতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শবাদী কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, অধ্যাপক, আইনজীবী, আলেম-উলামা এবং তমদ্দুনসেবী সুধীবৃন্দের তরফ হইতে উহার প্রতিবাদে বিবৃতির পর বিবৃতি, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রভৃতি প্রকাশিত হইতে থাকে। এতদ্দর্শনে রবীন্দ্র-সেবীদের মনে অন্যায় জিদ বাড়িয়া যায় এবং তাহারা ঢাকায় একদিনের স্থলে তিনদিন পর্যন্ত রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী ধূমধামের সঙ্গে পালন করিতে গিয়া পাকিস্তানের ২০তম আজাদী উৎসবের প্রারম্ভে পাকিস্তানে বসিয়া পাকিস্তানের তথা ইসলামের আদর্শবিরোধী কর্মসূচী লইয়া মাতিয়া উঠে।

ইতিমধ্যেই পাকিস্তানী আদর্শের প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগী কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পী-সাংবাদিকগণ বিভিন্ন তামদ্দুনিক সংস্থায় সমবায়ে গঠিত পাকিস্তান তামদ্দুনিক আন্দোলন" নামে একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে অত্যন্ত তৎপর ও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁহারা পুস্তক-পুস্তিকা ও ইশতিহার-বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া, সভা-সম্মেলনের আয়োজন করিয়া এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিবৃতি ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়া সুধী মহল ও জনমনে এক অভাবিত আলোড়ন এবং উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। ইহাদের সহিত সবগুলি পাকিস্তানবাদী ছাত্র প্রতিষ্ঠান সহযোগিতা করায় আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার ও গতিশীল হইয়া উঠে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর, কতিপয় বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দও পাকিস্তানের স্বাতন্ত্র্যবাদী নিজস্ব ভাবধারার তমদ্দুনের অনুশীলন ও বিকাশ এবং বিদেশী ও বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে স্বার্থহীন ভাষায় অভিমত প্রকাশ করেন।

ফলে বিরুদ্ধপক্ষের মুখপত্রদের কণ্ঠ সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইয়া যায়, তবে তাহাদের মুখপাত্ররূপ কয়েকটি পত্র পত্রিকায় রুদ্ধ আক্রোশের ফুঁসফাস আওয়াজ ধ্বনিত হইতে থাকে।

মাঝে মাঝে এখানে সেখানে রবীন্দ্রনাথকে সহনযোগ্য করিয়া তোলার জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লেজুড় রূপে নজরুল ইসলামকে জুড়িয়া দিয়া 'রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী' প্রভৃতি উৎসব পালনের ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু কোথাও তেমন জুত করিতে না পারায় মনের কথা অপ্রকাশের বেদনায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বুতপূজারী দাদাদের বাহ্‌বা লাভের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাড়নায় ইহাদেরই কয়েকজন মুরুব্বী প্রতিভূ ঢাকা যাদুঘরের ৫৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসবে আকাশ-বাণীর সহিত সুর মিলাইয়া ধান বানিতে শীবের গীত জুড়িয়া দেন।

যাদুঘর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে কতিপয় বক্তা ইসলাম- এবং পাকিস্তানী আদর্শের ঘোর পরিপন্থী উক্তি ছাড়িয়া আত্মতৃপ্তিলাভ করেন। বিশেষ করিয়া একজন ত তমদ্দুন-সংস্কৃতির বেড়া ডিঙাইয়া ইসলামের বুনিয়াদী বৈশিষ্ট্য—তওহীদের উপরই আঘাত হানিয়া বসেন এবং প্রকাশ্য ভাবেই কুফর ও শিরকের মহাপাতকের পথে আহ্বান জানান।

পূর্ব পাকিস্তানের তওহীদপন্থী মুসলমান আজও মরিয়া যায় নাই—তাহাদের হৃদয়ে ঈমানের জোশ আজও অক্ষয় ও অম্লান রহিয়াছে। কাজেই তাহারা এমন বীভৎস অন্যায় ও বেলাগাম কথাকে বরদাশ্‌ত করিতে পারে নাই।

ফলে পত্র পত্রিকায় প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হয়, সভা বৈঠকে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশিত হয় এবং অবশেষে আদর্শবাদী রাজনৈতিক, তামদ্দুনিক এবং ধর্মীয় ও ছাত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের মিলিত উদ্যোগে বিগত ২৩শে সেপ্টেম্বর ঢাকার ইসলামিক একাডেমী হলে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে তওহীদের প্রচার ও শির্কের প্রতিরোধে সমাজের সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধিগণ বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলেন। কুফর ও শির্কের পানে বেশরম আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনমতের সোচ্চার প্রতিবাদের আওয়াজ সেদিন একাডেমী হলে ধ্বনিত হইয়া হয়ত বা নিকটস্থ সরকারী ইমারতেও প্রতিধ্বনি তুলিতে থাকে।

দুঃখের বিষয় ঢাকার দৈনিকগুলির মধ্যে মাত্র দুইটিতে আংশিক বিবরণ প্রকাশ করা ছাড়া আজাদসহ অন্যান্য পত্রিকাসমূহের সংবাদ-বিভাগ উক্ত সভার কার্য বিবরণীকে টুকরা কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করাই শ্রেয় মনে করিয়াছে।

তবে তিনটি দৈনিকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাদুঘরের আপত্তিকর আলোচনা সম্পর্কে যে সব অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহাদের উদ্ধৃত নিম্নে পেশ করা হইতেছে:

যাদুঘর, ইতিহাস ও ঐতিহ্য

... ...

যাদুঘর ইতিহাসের প্রদর্শনী ক্ষেত্র। সেদিক হইতে দেশের ইতিহাস ও ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য যাদুঘরের গুরুত্ব অপরিসীম, সেটা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু ঢাকা যাদুঘর বার্ষিকীতে এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যে আলোচনার রিপোর্ট আমরা দেখিলাম, তাহাতে প্রকাশিত অনেক মন্তব্যই পণ্ডিতব্যক্তিদের উক্তি বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। একদিকে যেমন ভাবালুতা ও উচ্ছ্বাসের ফলে তাহাদের অনেক বক্তব্য যাদুঘর পূজা না যাদুঘরের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা, তাহা বুঝাই যায় না, তেমনি অন্যদিকে কেহ কেহ যুক্তিবিবেচনা ও ইতিহাসকে অস্বীকার করিয়া নিছক বিদ্বেষের বশে এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালাইয়াছেন। আমরা জনৈক সুধীব্যক্তির একটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, "বিচিত্র আবহাওয়া ও ভৌগোলিক কারণ এবং বহু ভাষা, ধর্ম ও সভ্যতা, সংস্কৃতির উপাদানে যুগে যুগে বিধৃত হয়েছে আমাদের দেশীয় ঐতিহ্য। ... ... তা সত্ত্বেও কেউ যদি ইসলাম কিম্বা রাষ্ট্রীয় আদর্শের দোহাই দিয়ে অন্যতর ঐতিহ্য পরিচয় নির্দেশ করেন তবে তিনি ইসলামের মহান উদারতাকে সংকীর্ণতর করার চেষ্টা করবেন।" এ আক্রমণের লক্ষ্যস্থল কোথায় তাহা বুঝিতে কাহারো কষ্ট হওয়ার কথা নয়। ইসলামের উদারতার আবরণ সৃষ্টি করিয়া মূর্তিপূজা, সাপপূজা ও তান্ত্রিকতাকে এখানকার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঐতিহ্য বলিয়া চালাইয়া দেওয়ার অপকৌশলও সংস্কৃতি সচেতন মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে না। জমিতে শস্য ও আগাছা সবই জন্মে। ইতিহাসে ভালো মন্দ দুই-ই আছে। ইতিহাসের খাতিরে সকল নিদর্শন রক্ষা করা দরকার। তাই বলিয়া সব কিছুকে গৌরবের বিষয় ধরিয়া গর্বভরে আলিঙ্গন করিতে যাওয়ার যুক্তিটা কোথায়? যাদুঘর বার্ষিকীকে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কেন ব্যবহার করা হইল, এই প্রশ্নই আমাদের মনে জাগিতেছে। তবে কি বিভ্রান্তি সৃষ্টির কাজে কোন সুযোগই নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়, এটাই লক্ষ্য?

আজাদ, ১৮ই ভাদ্র, ১৩৭৪ বাংলা।

ঐতিহ্য সংরক্ষণ

... ...

আজ এখানে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বলিয়া বর্ণিত ঢাকা যাদুঘরের অধ্যক্ষ জনাব এনামুল হকের উক্তির উপর কিছু আলোচনা ও আলোকপাত করা প্রয়োজন মনে করি। পত্রান্তরে প্রকাশ, জনাব এনামুল হক বলেন, "ঐতিহ্য আপন নিয়মে অবিরাম সংমিশ্রণ, সংযোজন ও পরিবর্জনের প্রক্রিয়ায় সমৃদ্ধ হয়ে চলে। চারধারে দেয়াল তুলে তাকে বিশুদ্ধ রাখবার প্রচেষ্টা অর্থহীন।" প্রাচীন ঐতিহ্য সংরক্ষণের উপর সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া জনাব এনামুল হক বলেন, "অতীতকে ভুলে যাবার বা অতীতের বিশেষ অংশকে ভুলিয়ে দেবার নেশা বিষাক্ত ক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়ে।" জনাব এনামুল হক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য দেওয়াল তোলার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়ই একটি অর্থহীন প্রলাপ নয়। তিনি হাওয়ায় একটি কাল্পনিক দেওয়ালকে তার মনের খেয়াল-খুশী মতে খাড়া করিয়া ভাঙ্গনের গদা হস্তে তারই উপর আপতিত হইতে চাহিতেছেন না, ইহাও ধরিয়া লওয়া যায়। নিছক "ডন কুইকসোটিফ" ভূমিকা যে তাঁর নয়, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। পুরতত্ত্ব অধ্যয়নের জন্য মিউজিয়মে সব কিছু রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার করিবেন। পাকিস্তানে কেউ তার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলিবে না এবং কোন দিনও তুলে নাই। তবে ইতিহাসের তথ্য সন্ধান ও তার উপাদান-উপকরণ সংরক্ষণ; আর জাতীয় ঐতিহ্যের জন্য কিছু গ্রহণ ও আহরণ এক কথা নয়।

হিন্দু রাজাদের সময়ের মূর্তি প্রতিমা প্রভৃতি আমাদের মিউজিয়মে ঐতিহাসিক স্বার্থে ও প্রয়োজনে সংরক্ষণের দরকার আছে। বাংলার সেন রাজাদের সময়কার অনেক মূর্তি আমরা সংরক্ষণ করিতে পারি। ঢাকা মিউজিয়ম তা করিয়া আসিয়াছে। মূর্তি পূজা বা প্রতীক উপাসনা হিন্দু ঐতিহ্য তমদ্দুনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। হিন্দুরা তা তাদের ঐতিহ্য ও কৃষ্টি হইতে বাদ দিতে পারে না; কিন্তু পাকিস্তানী মুসলমান তওহীদপন্থী। এর সাথে পৌত্তলিকতার সমন্বয় ঐতিহ্যের নামেও সম্ভবপর নয়। জনাব এনামুল হক পরিবর্জনের কথাও স্বীকার করেন। পরিবর্জনের তাকিদ এখানেই তীব্রতর অনুভূত হইতেছে।

ঐতিহ্য রক্ষার জন্য দেওয়াল তোলা বলিতে তিনি কি বুঝাইতে চান? কোন কিছু বাহিরের আক্রমণ, অত্যাচার ও ক্ষতিকর প্রভাব হইতেই রক্ষা করার জন্যই দেওয়াল তোলা হয়। মিউজিয়মের কাজও তাই। প্রাচীন সৌধাদি রক্ষার জন্য সরকার আইনও করিয়াছেন, সুতরাং এখানে যদি এসব দেয়াল না হয় এবং অবাঞ্ছিত না হয়, তবে অন্যত্র তা কেন হইবে?

গাছপালা রক্ষা করার জন্য বেড়ার প্রয়োজন হয়, তবে গাছের শিকড় মাটির রস আহরণ করে এবং ঊর্ধ আকাশের আলোতেও তা স্নাত হয়। বেড়া তার বিকাশের বাধা হয় না; সহায়ক হয়।

জ্ঞানের রাজ্যে সীমান্ত নাই। সেখানে প্রাচীর তোলা যায় না। সবই ঠিক, তবে একটি নতুন জাতির ঐতিহ্য, তমদ্দুন প্রভৃতি গড়ার মুখে বাহিরের অবাঞ্ছিত প্রভাব ও ক্ষতিকর আবহাওয়া হইতে তাকে কোন দেশই রক্ষা করে। আজকাল একদল বলিতে ত্রস্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সঙ্গীত পূর্বপাকিস্তানীদের তমদ্দুনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আজ ঝড় উঠিয়াছে। আশ্চর্য এই যে, রবীন্দ্রপন্থীরা জনাব এনামুল হকের সুরেই কথা বলেন। তাঁরাও বলেন যে, ঐতিহ্য, তমদ্দুন প্রভৃতির রাজ্যে দেওয়াল উত্তোলন অত্যন্ত নিন্দনীয়। জনাব এনামুল হক কি উচ্ছ্বাসের টানে ভাসিয়া গিয়াছেন এবং তাঁর অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর অবচেতন মনের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এ সব ঐতিহ্যের আজাদী রক্ষার আবেদনের ভিতর দিয়া তা বাহির হইয়া পড়িয়াছে? যা হোক, তাঁর মত দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে এ ধরণের উক্তি করিতে যাওয়া অসময়োচিত এবং অসমীচীন হইয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

পয়গাম, ১৮ই ভাদ্র, ৭৪ বাংলা

দিগ্বলয়

... ...

সমাজ জীবনে যাদুঘরের ভূমিকা সম্পর্কিত এক আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক বিভাগীয় অধ্যক্ষ পাকিস্তানের তামদ্দুনিক ঐতিহ্যের এক অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—অবশ্য অনেকটা পরোক্ষভাবে। প্রাক-ইসলামী ঐতিহ্য বর্জনীয় নয়, ইহা প্রমাণ করিতে যাইয়া তিনি বলেন যে, মুসলিম প্রধান ইন্দোনেশিয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অস্বীকৃত হয় নাই এবং অদ্যাপি তাহাদের সামাজিক ও তামদ্দুনিক জীবনে বানর ও ইঁদুরের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় আরও মন্তব্য করেন যে, মধ্য প্রাচ্যের সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় বহু মিসরীয় মুসলমান স্ফিংক্সের মূর্তির নিকট প্রার্থনা করিতে গিয়াছিল।

এই তথ্যসমূহ তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন জানিনা, তবে তাহার প্রতিপাদ্য কি, তাহা বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হইবার কথা নয়। পাকিস্তানী মুসলমানেরা প্রাচীন ভারতের পৌত্তলিক আদর্শ কেন গ্রহণ করিতে পারে নাই—স্পষ্টতঃ ইহা লইয়াই অধ্যাপক মহাশয় বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহারা যদি নির্দ্বিধায় এই আদর্শ মানিয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে মুহূর্তেই সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিরোধের একটা মীমাংসা হইয়া যাইত। প্রশ্ন হইল যে, তাহা হইলে পাকিস্তানেরই বা প্রয়োজন ছিল কোথায়? আমরা যদি মসজিদে নামাজ না পড়িয়া বা লা-ইলাহা কলেমা উচ্চারণ না করিয়া মন্দিরে বসিয়া মা কালী অথবা মা সরস্বতীর আরাধনা করিতে পারিতাম, তবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করিয়াছি, তাহার কোন আবশ্যকতা ছিল না। শ্রীপদ্মের বিরুদ্ধে কলিকাতার মুসলমান ছাত্রেরা যে সংগ্রাম করিয়াছিল, তাহারও কোন প্রয়োজন ছিল না। বন্দে-মাতরমের বিরুদ্ধে আমাদের যে অভিযোগ তাহাও নিরর্থক! আরও দেখা যাইতেছে যে, কোরবানীর অধিকার লইয়া ভারতবর্ষীয় মুসলমানকে যে আন্দোলন করিতে হইয়াছিল, তাহা এই সমাজের মূর্খতারই প্রকাশ!

অধ্যাপক মহাশয় ইসলামকে উদার ধর্ম বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। ইসলাম অনুদার একথা কেহ বলিবে না। কিন্তু ঔদার্যের অর্থ কি ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ধর্ম বিশ্বাসকে আত্মস্থ করিয়া লওয়া? ইসলাম একেশ্বরবাদীর ধর্ম; তৌহিদ ইহার মর্মবাণী। যদি উদারতার খাতিরে এই মৌল বিশ্বাসই পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে মুসলমান হিসাবে আমাদের পরিচয়ই নিশ্চিহ্ন হইবে। ইহাতে তথাকথিত উদারপন্থী বুদ্ধিজীবিগণের আপত্তি না থাকিতে পারে; কিন্তু যে জনসাধারণ কঠোর সংগ্রাম করিয়া পাকিস্তান অর্জন করিয়াছে, তাহাদের ঘোরতর আপত্তি রহিয়াছে। তাহারা এই বুদ্ধিজীবিগণের পরামর্শে তাহাদের নিজস্ব তমদ্দুন, ধর্ম, জীবনধারা পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্তানের অস্তিত্ব বিপন্ন করিতে রাজী নয়।

প্রশ্ন হইল যে, অধ্যাপক মহাশয় ও তাহার বন্ধু-বান্ধব উদারতার এই অর্থ কোথা হইতে আবিষ্কার করিলেন? খৃষ্টান হওয়া, ইহুদী হওয়া, হিন্দু বা বৌদ্ধ হওয়া কোনটাই পাপ নয় এবং এই ধর্মগুলির কোনটার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহিতই আধুনিকতা বা উদারতার বিরোধ নাই! যত অসুবিধা হইল তৌহিদপন্থী মুসলমানকে লইয়া। এই বুদ্ধিজীবিগণই কিছুদিন পূর্বে সরবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের তমদ্দুনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আজ তাহাদেরই একজন আর একটু অগ্রসর হইয়া বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, বানর ও ইঁদুর পূজা করিয়াই আমরা মোক্ষ লাভ করিতে পারি। ইসলামের প্রতি তাহারা যদি এতই বীতশ্রদ্ধ, পশ্চিম বাংলায় গিয়া স্বচ্ছন্দে তাহারা আশ্রয় লইতে পারেন কিন্তু পাকিস্তানে বসিয়া উদারনীতি ও বাক স্বাধীনতার নামে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালাইবার অধিকার তাহাদের নাই; কারণ ইহা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল।

যে অধ্যাপক মহাশয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি ইহাও বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তৌহিদপন্থী মুসলমানগণ অত্যন্ত সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন। ইতিহাসের প্রতি তাহাদের নাকি চরম অবজ্ঞা। তাই তিনি উপদেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন পাকিস্তানের বিশ বছরের ইতিহাস লইয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া আর সব কিছু ভুলিয়া না বসি। পাকিস্তান প্রাক মুসলিম যুগের ইতিহাসকে অস্বীকার করে, এই উক্তিতে সত্যের লেশমাত্র নাই। মহেঞ্জোদারো হইতে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত যে বৈচিত্রময় ইতিহাস তাহা অস্বীকার করিবার প্রশ্ন কখনোই উঠে নাই এবং প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ রক্ষায় পাকিস্তানের তৎপরতার কথা কাহারো অবিদিত নাই—(অবশ্য অধ্যাপক মহাশয় এ সম্বন্ধে মোটেই ওয়াকিফহাল নহেন)।

কিন্তু এই সভ্যতার সহিত পাকিস্তানের বর্তমান তমদ্দুনের যোগ কোথায় আছে এবং কোথায় নাই সে সম্বন্ধে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। নৃবিদ্যা বা অ্যান্থ্রপলজি নামক যে বিজ্ঞান মানব সমাজের প্রাচীনতম আচার ব্যবহার ইত্যাদির ইতিহাস পর্যালোচনা করে তাহার প্রচেষ্টায় প্রত্যেক সমাজ সম্বন্ধে অনেক কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে। আদিম মানুষ নরখাদক ছিল, সমাজে বিবাহ প্রথা ছিল না; বৃহৎ বা প্রবল কিছু চোখে পড়িলেই মানুষ তাহার পূজা করিত, এ সমস্ত কথা আজকাল আমরা সকলেই জানি। তদুপরি বহু সমাজে নরবলির প্রথাও প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত কোন কোন স্থলে নরবলি, শিশু হত্যা, সতীদাহ প্রভৃতি লোমহর্ষক প্রথা অবাধে অথবা গোপনে অনুসরণ করা হইত। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া অধ্যাপক মহাশয়ের অন্যতম গুরু ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কপাল কুণ্ডলা নামক একখানি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গাজলে শিশু নিবেদনের করুণ কাহিনী লইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কবিতা লিখিয়াছেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে এ সমস্ত কুসংস্কারের প্রচলন ছিল বলিয়া কি আজ মুসলমান সমাজকেও নরবলি, শিশু হত্যা বা সতীদাহ প্রথা পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে হইবে? ইহাই কি আমাদের ঐতিহ্য?

এই বৈচিত্র্য শুধু পাকিস্তান কি ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের ইতিহাসেই লক্ষণীয়। খৃষ্টান ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে ইংলণ্ডে ফ্রান্স ও জার্মানীর পৌত্তলিকদের বাস ছিল। এবং ঐ সমস্ত দেশেও এমন অনেক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, যাহার সহিত খৃষ্টান ধর্মের কোন সংগতি নাই। খৃষ্টানধর্মী কোন ইউরোপবাসীকে একথা বলিতে শোনা যায় নাই যে, পূর্বের মত সাপ-ব্যাঙ পূজা করিয়া তাঁহারা ঐতিহ্য রক্ষা করিবেন। যাহারা খ্রীষ্টান ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদের কথা আলাদা।

পাকিস্তান একটা বিশেষ জীবনাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান হিসাবে আমাদের যে একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্যই আমাদিগকে স্বতন্ত্র আবাসভূমি কায়েম করিতে হইয়াছে। আজ যাহারা সাহিত্য বা ইতিহাসের দোহাই দিয়া এই আদর্শ সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারা দেশের শত্রু। ইহাদের সম্বন্ধে হুশিয়ার না হইলে সমূহ বিপদের আশংকা রহিয়াছে।

পয়গাম, (উপ সম্পাদকীয়) ২৪শে ভাদ্র, ৭৪ বাংলা

(২০৬-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

॥ মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ॥

বাঙলা সাহিত্য ও মুসলমান সমাজের রুচিবিপর্য্যয়

[মাসিক মোহাম্মদী—ফাল্গুন, ১৩৩৯ বাংলা সংখ্যা হইতে সঙ্কলিত]

সম্প্রতি কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য শাখার সভাপতি (কাজী আবদুল ওদুদ) তাঁহার অভিভাষণে মুসলমানদিগের বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য ও তাহাদের ভাববিপর্য্যয়ের কারণ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি বাঙলার মুসলমানদিগের সুদীর্ঘ সাতশত উনত্রিশ বৎসরের ধর্মনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও সাহিত্যিক ইতিহাস সম্বন্ধে যে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, কোন হিন্দু সাহিত্যিকও যে এ বিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন না, সে কথা বলা যাইতে পারে। তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়া আমার মনে যে সব ভাবের উদ্রেক হইয়াছে তাহা পরে আরজ করিব, প্রথমে অভিভাষণে কথিত আর কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে গাজী মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাঙলা দেশ জয় করেন, কিন্তু তিনি এই কার্য সম্পূর্ণরূপে শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান নগর সপ্তগ্রাম মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। কিন্তু তখনো সমুদ্রোপকূলবর্তী দক্ষিণ বঙ্গের অন্যান্য অংশ হিন্দুরাই শাসন করিতেছিলেন। অবশেষে ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণবঙ্গ সমগ্র ভাবে মুসলমানদের পদানত হয়। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণের অধিকার ১৩২২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, মোটের উপর ১২০৩ হইতে ১৪৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মুসলমান রাজত্ব কালকে যুগসন্ধিক্ষণ বা Transitional period বলা চলে। সুতরাং বাঙলাদেশে মুসলমানদিগের সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে প্রকৃত পক্ষে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আর তখন হইতেই বাঙলার মুসলমান রাজন্যবর্গ বাঙলা সাহিত্যের চর্চায় ও উন্নতি বিধানকল্পে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন।

বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন কার্য বাঙলার মুসলমানদিগের কৃতিত্ব হিন্দুদিগের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়; গৌড়েশ্বর, হোসেন শাহ (—১৫১৯), তদীয় পুত্র নসরৎ শাহ (১৫১৯—৩২) এবং গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৫৩২—৩৮) প্রভৃতির নিকট বাঙলা ভাষা যে অশেষ প্রকারে ঋণী, একথা কেহ যদি অস্বীকার করিতে চায়, তবে সে সত্যের অপলাপ করিবে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত এই মুসলমান নরপতিদের আশ্রয় লাভ করিয়া বাঙলার সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় উদিত হইয়াছিল। কবি বিদ্যাপতিও যে 'গৌড়েশ্বরদের' অনুগৃহীত ছিলেন, সে কথার সন্ধান তাহার রচিত অমৃত ভাণ্ডেই পাওয়া যায়। পরাগল খাঁ 'গৌড়েশ্বর' হোসেন শাহের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, আর সেই পরাগল খাঁর উৎ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাহেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদি পর্ব হইতে স্ত্রী পর্ব পর্য্যন্ত অনুবাদ করেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর আদেশে কবি শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও স্বীকার করিয়াছেন : "হোসেন শাহের রাজত্বকালে বাঙলা ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।" উপরে যে সকল বাঙলা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছি তদ্ব্যতীত রাখালবাবু হোসেন শাহের সময়ে রচিত বিজয়-গুপ্ত কৃত মনসা মঙ্গল ও বিপ্রদাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিরচিত মনসা মঙ্গল নামক আর একখানি কাব্য গ্রন্থ এবং মালাধর বসু কর্তৃক ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদের কথা বলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যশোরাজ খান, গুণরাজ খান, শ্রীকর নন্দী প্রভৃতি হোসেনী সাহিত্য পারিষদদিগের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

এই স্থলে একটী উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, Encyclopeadia Britanica-র মত অনুসারে বৈষ্ণব কবি চণ্ডিদাস বাঙলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা পুরাতন উল্লেখযোগ্য পুরুষ, ইনি পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেহত্যাগ করেন। বাঙলা রামায়ন ও মহাভারত পঞ্চদশ শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বাঙলা সাহিত্য সম্পদ হইতেছে মুকুন্দরামের শ্রীমন্ত সওদাগর ও চণ্ডী। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর অষ্টাদশ শতাব্দীর লিখিত বাঙলা কাব্যগ্রন্থ। অতএব দেখা যাইতেছে যে হোসেন শাহের রাজত্ব কালের পূর্বে বাঙলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই এবং মুসলমানগণ যে শুধু বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি-যুগ হইতেই ইহার সেবা ও উন্নতি বিধান কার্য্যে মনোযোগী হইয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু মুসলমানেরাই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা ভাষার জনক এবং আশ্রয়দাতা ও প্রতিপালক।

"মুসলমান লেখকগণ দৈববলের অদ্ভুতত্বে বিশ্বাসী ভিন্ন আর কিছু ছিলেন না ও জীবনের মাহাত্ম মর্য্যাদা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছুমাত্র ধারণা তাঁদের ছিল না"—এরূপ মতবাদের মৌলিকত্বের জন্য প্রবাসীর সম্পাদকীয় দফতর হইতে বাহবা পাওয়া সম্ভবপর। কিন্তু কাছাছুল আম্বিয়া কোন মৌলিক গ্রন্থ নহে, উহা আরবী ও ফার্সী কাছাছুল আম্বিয়ার অনুবাদমাত্র এবং আরবী সাহিত্যের সহিত যাহার কিঞ্চিন্মাত্র ঘনিষ্টতা আছে, তিনি জানেন যে, তাওরাৎ (ওল্ড টেষ্টামেণ্ট) ও তলমুদের বিবৃতি ছাড়া কাছাছুল আম্বিয়ার ভিতর অভিনবত্ব কিছুই নাই। অথচ ওল্ড টেষ্টামেণ্টের (অবশ্য লুতের কন্যাদের উপাখ্যান সহ) চমৎকারীত্ব সম্বন্ধে উপদেষ্টার আদৌ অরুচি নাই। এক যাত্রার পৃথক ফলের এরূপ চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত যে খুব বিরল, আশা করি, প্রত্যেক সাহিত্যামোদী সে বিষয়ে আমার সহিত একমত হইবেন। মুসলমান বাঙলী কবিগণ আট হাজার তিনশত পঁচিশ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে চারি হাজার চারিশত ছচল্লিশ খানি মুদ্রিত হইয়াছে; দুই হাজার নয়শত বিরাশি খানি পুস্তকের অস্তিত্ব নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছ, একশত দুইখানি গ্রন্থের প্রচার ইংরাজী আইনানুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে কয়খানি কাজী সাহেবের দৃষ্টি গোচরে আসিয়াছে, আর তাহার কয়খানিকে তিনি সমসাময়িক হিন্দু সাহিত্যিকদিগের রচনার সহিত তুলনা করিয়া মুসলমান লেখকদিগের আত্ম-মর্য্যাদাবিহীন হওয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, তাহা বাঙলার মুসলমান সাহিত্যিক সমাজ তাঁহার নিকট হইতে জানিতে পারিবে কি? আর এই সকল গ্রন্থের তত্ব অনুসন্ধানের সুযোগ তাঁহার পক্ষে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

না ঘটিয়া থাকিলে এক কাছাছুল আম্বিয়ার কথা উল্লেখ করার প্রকৃত হেতুবাদ কি? এই শ্রেণীর সাহিত্য কি হিন্দু রচয়িতাগণ কর্তৃক লিখিত হয় নাই? না ইহা মুসলমানদিগকে গালাগালি করা ও তাহাদের উদ্ধর্তন পুরুষদিগকে উপহাস করার অছিলামাত্র?

"কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাঙলার মুসলমান ভাব-চর্চার আস্বাদ লাভ করিয়া আসিতেছে তার মাতৃভাষার সাহায্যেই"—এই উক্তির মধ্যে বাঙলার মুসলমান বলিতে কাহারা বুঝায়? কারণ-সভাপতি মহাশয় স্বয়ং "সিয়ার মোতাআখ্‌খেরীনের" (ইংরাজী অনুবাদ নহে,) অনুবাদকের ইংরাজী টীকায় পড়িয়াছেন যে, 'ভদ্র মুসলমানদের কৃষ্টির ভাষ ফার্সী ও উর্দু (?) ছিল'—তাহা হইলে কি তৎকালীন ভদ্র মুসলমানগণ বাঙলার মুসলমান পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন না? ন অধিকাংশ হিন্দু ঔপন্যাসিকদিগের মত তিনি বলিতে চাহেন যে, বাঙলার মুসলমান সমাজের অধিকাংশ এই দেশের নিম্ন শ্রেণীর বৌদ্ধ ও হিন্দু হইতে উদ্ভূত, আর ভদ্র মুসলমানদিগের সংখ্যা মুষ্টিমেয় মাত্র? তাই মুষ্টিমেয়দিগকে তিনি উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই? সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানা আবশ্যক যে, বাঙলার মুসলমান তৎকালে যে মাতৃভাষার সাহায্যে ভাব চর্চার আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, সে মাতৃভাষার স্বরূপ কি? উহা আলাওলী, বাহরামী অথবা কৃত্তিবাসী বাঙলা ছিল—না উহা বিংশ শতকের প্রচলিত সাহিত্য?

আমি বলিতে চাই, বাঙলার মুসলমানদিগের কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাঙলা ভাষার সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান করার কথা ঠিক নয়। একথা সত্য যে, বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত কাল পর হইতেই তাঁহারা বাঙলা ভাষার চর্চা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উহা বঙ্কিমী, শরতী, অথবা রাবীন্দ্রিক বাঙলা ছিল না যে, খুন দেখিলেই রক্ত গরম হইবে। আর শুধু মুসলমান কেন? বর্তমানে বাঙলা সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝায়, তৎকালীন হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদিগের পর্য্যন্ত তাহার সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না। পুঁথি-সাহিত্য যে বর্তমান আলোকপন্থী সাহিত্যিকদিগের পক্ষে দুর্বোধ্য ও অরুচিকর, বর্তমান বাঙলা সাহিত্যকেও তৎকালীন মুসলমান কবিদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিলে সেইরূপ অবোধ্য ও বিশ্রী বলিয়া মনে হইত। উনবিংশ শতকের পূর্ববর্তী বাঙলা ভাষার কিঞ্চিত নমুনা সাধারণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি:—মনসা মঙ্গলের ভাষা:—

'নেউঠি চল বৈন আমার।
পুরেতে।'

সঞ্জয়:— 'হেন হেতু আক্ষিসব
একত্রে মিলন।'
'রথ হইতে পড়িবারে
চাহনি অর্জ্জুন।'

'এথো গোপী ভাল নহে সব দুঠ মনে।
'ঘৃত দুধ লআঁ তোঁ এ যাসী ধাআঁ ধাআঁ
মথুরা পালাসী।'

মহারাজ নন্দকুমারের পত্র:—'হাজী মুস্তফাকে তুমি সাক্ষাতে ডাকিয়া কহিবে, ক্রিহ আমারদিগের বেরাদরির মধ্যে দুই জনকে মিলজুল করিয়া দিবে।'

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা: (সাহিত্য ১৩২০) 'ইয়াদি আত্মবিক্রয় পত্রমিদং—শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায় ভূষণ ওলদে গদাধর সিদ্ধান্ত সাকিম চান্দশী, পরগণে রাজরোড়া···শ্রীমতী কুঞ্জমালা

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ওমর ২৭ সাতাইব বরিষ রঙ্গশ্যাম জওজে রাম রুদ্রতৈ···আগে আমি মহাকষ্ট পালিত খোরাক পোষাক আজিজ হইয়া মারা জাই এবং আমার কন্যা শ্রীমতী মহামায়া ওমর সাত বরিষ রঙ্গশ্যাম এহারও অন্নবস্ত্র দিয়া পরিপোষণ করিতে না পারি এবং কেহ আমার ঘর অন্নবস্ত্র দিয়া পরবিষ করে এমত না য়াছে অতএব আপন রাজি রক্বতে সচ্ছন্দে আক্লে বহাল তবিয়তে সে ইচ্ছাপূর্বক আমি ও আমার কন্যা বহায় আপনার স্থানে মবলগ তিন রূপাইয়া পুরো ওজন দহমানী চলনসহী দস্তবদস্থ পাইয়া আত্মবিক্রয় হইলাম আপনে লওয়াজিমা খোরাক পোষাক দিয়া মুদত-সত্রী বরিষ দাসী অর্থ কর্ম্মদান বিক্রীর ধিকারী হইয়া করাইতে রহ জদি এই মুদ্দত মৈর্দ্দে আচাদ হইতে চাহি তবে সোয়ামন হলধি সিধা দিয়া আচাদ হইব এই করারে আত্মবিক্রয় হইলাম। ইতি সন ১১৯৫ সালে তেরিখ মাহে অগ্রায়ন।"

প্রকৃত কথা এই যে, বাঙলা, উড়িয়া ও অহমিয়া অর্থাৎ আসামিয়া এই তিনটী ভাষাই মগধি প্রাকৃত ভাষার বংশধর। অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী বাঙলা সাহিত্যিকদের ভাষা সম্বন্ধে এনসাইক্লোপেডিয়াকারগণ মন্তব্য করিয়াছেন :—

"They wrote in genuine nervous Bengali and the conspicuous success of many of them shows how baseless is the contention of some native writers of the present day that modern literary Bengali needs the help of its huge imported sanskrit vocabulary to express anything but the simplest ideas.

সারকথা, তৎকালীন সাহিত্যিকদিগের বাঙলা সংস্কৃত ভাষার অতি-প্রভাব দোষে দুষ্ট ছিল না। সংস্কৃত ভাষার সাহায্য ব্যতীত যে বাঙলায় কোন উচ্চ ভাবের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব, তৎকালীন বাঙলা ভাষা তাহারও অমূলকত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে।

বাঙলা ভাষার এই সরল ও প্রাকৃতিক গতির মুখ পরিবর্তিত করিয়া মুছলমানদিগের চারিশত বৎসরের সাহিত্য সাধনার বিরাট প্রাসাদকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়াছে কাহারা? এনসাইক্লোপেডিয়ার মুখে শ্রবন করুন :—

The modern Literary Bengali arose early in the 19th century. as a child of the revival of sanskrit learning in Calcutta, under the influence of the college founded by the English in Fort William. Each decade it has become more and more the slave of sanskrit.

কাজী সাহেব অনুযোগ করিয়াছেন, বাঙলা সাহিত্য-চর্চার এই সহজ ধারা মুসলমানগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি বলিতে চাই, হিন্দু সাহিত্যিকগণ ও তাঁহাদের অনুকারী কাজী ছাহেবের সমশ্রেণীভুক্তরাই বাঙলা সাহিত্যের সহজ ধারা পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় মুছলমান সমাজের সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন, আর এখন 'উল্টা চোর কোতওয়াল ডাটে' মুছলমানদের প্রতি উল্টা চোখ রাঙ্গাইতে উদ্যত হইয়াছেন।

তবে সংস্কৃত কলেজের আমদানী খাস হিঁদুয়ানী বাঙলারই বা মুছলমানগণ চক্ষু কর্ণ বন্ধ করিয়া অবলীলাক্রমে অনুসরণ করিলেন না কেন? তার কারণ যথাস্থানে বলা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কিন্তু মুছলমানগণ যে কোন আদর্শে বাঙলা ভাষার চর্চ্চা করিয়া থাকুন বা না করেন, ইহা তাঁহাদের কৃষ্টির ভাষা ছিল না, তৎকালীন হিন্দুদের সম্বন্ধেও সে কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। তাঁহাদের পণ্ডিত শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ বাঙলা ভাষার মধ্যস্থতাকে গৌরবজনক মনে করিতেন না। যদি হিন্দু পণ্ডিতদের পক্ষে তাঁহাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের সমুদয় ভাণ্ডারকে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে সমাহিত করিয়া রাখা অস্বাভাবিক না হয়, তাহা হইলে তৎকালীন মুছলমানগণের কৃষ্টির ভাষা ফার্সী হওয়া দোষাবহ হইবে কেন? আর মুসলমান আমলদারীর সময়ে বাঙলা দেশের মুছলমানদিগের সংখ্যাও এত বিরাট ছিল না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আদমশুমারীর তুলনায় ১৯৩১ সালে অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙলা দেশের মুছলমানদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৮১ সালে সমগ্র বাঙলা দেশে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১ কোটী ৭৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪ শত এগার, আর ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ২ কোটী ৭৮ লক্ষ ১০ হাজার ১ শত আটে। এই হিসাবে সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব, অর্থাৎ হোসেন শাহ ও নুসরৎ শাহ প্রভৃতির আমলে বাঙলার মুছলমানদের সংখ্যা যে বর্তমান সময়ের তুলনায় নগণ্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙলার দীক্ষিত মুছলমানদের গৌরব যে রুম, শাম ও পারস্য হইতে সমাগত তবরেজী, গজনবী, ছোহরাওয়ার্দ্দী, রুমী, বোখারীদের অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, সে কথা যতই কঠোর কণ্ঠে স্বীকার করি না কেন, বাঙলার মুছলমানগণের অধিকাংশই যে দীক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও বৌদ্ধের বংশধর, সে কথাও ততোধিক বজ্রনির্ঘোষে অস্বীকার করিতেছি। বাঙলাদেশ কিরূপে এত অধিক সংখ্যক বহির্দ্দেশীয় মুছলমানগণের আবাসভূমি ও তদীয় বংশধরদিগের জন্ম ও মৃত্যু ভূমিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হইলে এক খানি স্বতন্ত্র পুঁথি রচনা করিতে হয়। পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে এই সম্পর্কে খন্দকার ফজলে রব্ব মরহুম কর্তৃক লিখিত 'হকীকতে মুছলমানানে বাঙ্গালা' নামক ফার্সী পুস্তিকা পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন। এই গ্রন্থ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের রইছুল আখবার প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। *

ফলকথা শিক্ষিত ও পদস্থ মুছলমানদের কৃষ্টির ভাষা ফার্সী ছিল, উর্দু নহে। কারণ উর্দুর সৃষ্টি বাঙলা ভাষার বহু পরে, ন্যূনাধিক একশত বৎসর অন্তর আরব্ধ হইয়াছিল। আর বাঙলা ভাষার চর্চ্চায় বাঙলার মুছলমানগণ মনোযোগী হইয়া থাকিলেও উহা তাঁহাদের ভাব চর্চ্চার বাহন ছিল না এবং এই অবস্থা বাঙ্গালার হিন্দু সমাজের অনুরূপ ছিল—পার্থক্য ছিল এইটুকু যে, ফার্সীর পরিবর্তে সংস্কৃত ছিল হিন্দুদের কৃষ্টির ভাষা।

* * * *

বাঙলা সাহিত্যের ধারা বিকৃত হইবার কারণ কাজী আবদুল ওদুদ ছাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন প্রধানতঃ ৩টী। কিন্তু প্রথম কারণের উপকারণ প্রদর্শিত হইয়াছে আরও ৩টী। এক্ষণে মুছলমান সমাজের উপর আরোপিত এই সকল অভিযোগের বাস্তবতা পরীক্ষা করা হউক।

* ১৮৯৫ সালে "The origin of the Musalmans of Bengal" নামে ইহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।—সম্পাদক মোহাম্মদী।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাষ্ট্র বিপ্লবকে প্রথম কারণরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বিপ্লবের নিস্পেষণে যখন বাঙলার মুছলমানগণ সর্বহারা হইয়া জাতীয় গৌরবের গগনচুম্বী প্রাসাদ হইতে ধ্বংস ও অবমাননার আবর্জ্জনা স্তূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, আর তাহাদের নায়কগণ কায়মনোবাক্যে নিজেদের নষ্ট গৌরব ও হৃত-সম্মানের পুনরুদ্ধারে চেষ্টায় ব্যাকুল ছিলেন, সেই ঘাত-প্রতিঘাতের যুগে সাহিত্যের রস সৃষ্টি করার অবসর কোন জাতির পক্ষে থাকা সম্ভবপর কিনা, কাজী ছাহেবের তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

* * * * *

সমাজ গঠন ও কৃষ্টির দুর্বলতার জন্যই যে বাঙলার মুছলমান রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রাক্কালে আপন কৃষ্টি ধারার উপর তিষ্টিতে পারেন নাই, এরূপ ইতিহাস বিরুদ্ধ উক্তি উচ্চারণ করার পূর্বে তাঁহার চিন্তা করা উচিত ছিল যে, প্রতিবেশী হিন্দুদের সমাজ গঠন ও কৃষ্টি কোন্ অংশের বাঙলার মুছলমানদের অপেক্ষা দৃঢ়তর ছিল? তাঁহাদের বৌদ্ধ-ব্রাহ্মন, কৈবর্ত্ত-বাগ্দী, বৈদ্দ-বৈষ্ণব, বারুই-বাউরী, ভুঁই-মালী, চামার, ধোপা, ডোম, গোয়ালা, যোগী, কলু-কামার, কায়স্থ-কুমার, মাহিস্ত-মুচি, টিপরাই-বেদিয়া, মল্লনট, শুঁড়ি-দোসাদ, কাওরা-ওঁরাও, মুণ্ডাভিয়ার, সাঁওতাল ও ঝাল-মাল, কুলীন-ভঙ্গ, ভরদ্বাজী ও কশ্যপীর সমুদয় বিচিত্রতা ও বিচ্ছিনতা ইংরাজী শাসন ও সভ্যতার শুভ পদার্পনের যুগে অখণ্ডত্বে রূপান্তরিত হইবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছিল কি? উত্তর ভারতের মুছলমানদের কৃষ্টি বিচ্যুত না হওয়ার কারণ তাহাদের সমাজ গঠনের সরলতা ও কৃষ্টির দৃঢ়তা নয়। উত্তর ভারত বলিতে যদি যুক্ত প্রদেশ বুঝিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ ঐ প্রদেশের মুছলমানদের সংখ্যা অতি নগণ্য। দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অযোধ্যার সিংহাসনে মুছলমান নরপতি সমারূঢ় ছিলেন, অর্থাৎ যুক্ত প্রদেশের স্বাধীনতা হরণের মাত্র ৭৮ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে, আর বাঙলার মুছলমানগণের স্বাধীনত সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে পৌণে দুইশত বৎসর পূর্বে। অতএব আজিকার বাঙ্গালী মুছলমানদিগের সহিত উত্তর ভারতের মুছলমানগণের তুলনা করা সঙ্গত নহে, শত বৎসর পূর্বেকার বাঙলার মুছলমান জনসাধারণের তুলনা করার কতকটা সুসঙ্গতি থাকিতে পারে।

সিয়ারুল মুতাআখ্খেরিণের ইংরাজী অনুবাদের ফুটনোটে যদি সাধারণ ও ভদ্র মুছলমানের ভিতর সুবিস্তৃত ব্যবধান থাকার কথা বর্ত্তমান থাকেও, তথাপি বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন কালের হিন্দু অভিজাত ও অস্পৃশ্যদিগের পারস্পরিক ব্যবধানের তুলনায় যে তাহা অতি নগণ্য, অতি অকিঞ্চিৎকর ছিল, সে সম্বন্ধে কাজী ছাহেব নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, এই জন্য এই সামাজিক গোত্রভেদকে মুছলমানগণের সাহিত্যিক রুচি বিকারের কারণ নির্দ্দেশ করাও ঠিক হয় নাই। দেশের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে তৎকালীন মুসলমান চিন্তানায়কদিগের যোগাযোগের অভাব বর্ত্তমান সময়কার শ্রেণী-সাহিত্যিক ও শ্রেণী-স্বার্থের জন্য সংগ্রামকারীদের তুলনায় আদৌ গুরুতর ছিল না। দেশের বৃহত্তর জীবনের সহিত যোগ শিভ্যালরীর সাহিত্যেও নাই, রেণেসাস যুগের সাহিত্যেও নাই। আর এই কথা সর্ব্ব প্রকার হিন্দুয়ানী, রাবীন্দ্রিক, ওস্তুদী এমনকি মোল্লাই ও উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্য সম্বন্ধেও সমানভাবে খাটিতে পারে। যে শ্রেণী যে কোন গর্হিত বা বিগর্হিত উপায়ে সমগ্র সমাজের মধ্যে উন্নততর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্থান অধিকার করিয়া বসিতে পারে, সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে তাহারাই। আর এই শ্রেণী জীবন সংগ্রামের পরিশ্রম হইতে অবসর বাঁচাইয়া রস সৃষ্টি করার ও রস উপভোগ করার সুযোগ পায়। প্রাণ ধারণের জন্য সংগ্রাম করিতে যাহাদের দেহ বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, মন নিরক্ষন নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে সাহিত্যের মত সূক্ষ্মবৃত্তির অনুশীলনের আশা করা শুধু অন্যায় নহে, নিষ্ঠুরতাও বটে।

* * * *

বঙ্গদেশে মোট হিন্দুর সংখ্যা হইতেছে ২ কোটি ২২ লক্ষ ১২ হাজার উনসত্তর। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের সমষ্টি হইতেছে মাত্র ১৬ লক্ষ ৬১ হাজার ৭ শত আটাত্তর। অর্থাৎ তথাকথিত ভদ্র হিন্দুদের সংখ্যা সাধারণ হিন্দুদের তুলনায় অতি সামান্য—মুষ্টিমেয়। আর মন্টফোর্ড রিপোর্টে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে, ইংরাজী শাসনের নব সভ্যতা ও শিক্ষা অর্জ্জন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন এই মুষ্টিমেয় তথাকথিত হিন্দু ভদ্রলোকেরাই—

It is sometimes forgotten that the system of English Education was not forced upon India by the Government, but established in response to a real and insistent demand, though a demand that proceeded from a limited class, the higher caste of Hindus—Brahmans, Kayasthas and a few others—have for generations supplied the adminstrative body of India whatever the nationality of the rulers.

ইংরাজ বণিকতন্ত্র ভারতের শাসনব্যবস্থাকে নিজপ্রয়োজনে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে এই দেশের উচ্চতর শ্রেণীকে ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ দিয়াছিল। ফলে ১৮৩৪ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ সরকার এই দেশে শিক্ষার জন্য যত টাকা খরচ করিয়াছেন সমস্তই উচ্চ শ্রেণীর স্কুল-কলেজ খুলিবার জন্য নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এক পয়সাও খরচ করা হয় নাই। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেন, সরকারী বিদ্যালয় হইতে পাস করিলে সরকারী চাকুরী মিলিবে। ফলে উচ্চ শিক্ষার প্রতি কেবল-মাত্র ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য শ্রেণীর লোকের আগ্রহ প্রবল হয়। এই মুষ্টিমেয় ভদ্র শ্রেণীই আজ বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামে পরিচিত, ইহারা ধনিক সম্প্রদায়ের অর্থ-ব্যবস্থার ধারক ও বাহক, নূতন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ইহারাই একনিষ্ঠ সমর্থক, ইহাদের সমুদয় কৃষ্টী ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে শ্রেণীগত ভাবনা সাধনার বুনিয়াদের উপর—বাঙলার বিশাল প্রকৃত হিন্দু সমাজের অবস্থা ও চিন্তাধারার সহিত ইহাদের আজও কোন সত্যকার সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু তথাপি বাঙলার হিন্দু সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ গৌরবাকাশের মধ্যস্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে। অথচ কাজী আবদুল ওদুদ ছাহেব বলিতেছেন, দেশের বৃহত্তর জীবনের সহিত ভদ্র মুসলমানদের সম্পর্ক শূন্যতার ওজুহাতেই মুসলমানদের কৃষ্টি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃত কথা এই যে উমিচাঁদ রাজ বল্লভ ও জগত শেঠ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে যখন বাঙলা

www.ahlehadeethbd.org

দেশে রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিল ও মুছলমানগণ সর্বস্বান্ত হইলেন, তখন এদিকে যেরূপ মুছলমানগণ তাহাদের সর্বনাশের প্রতিকারার্থ দণ্ডায়মান হইলেন, সেইরূপ অপরদিকে বাঙলার হিন্দুগণ ইংরাজের দাসত্বকে মনে-প্রাণে বরণ করিয়া লইলেন। মুছলমানদিগের সহিত স্থাপিত ৫ শত বৎসরকার সুদীর্ঘ সম্পর্ক এক টানে ছিঁড়িয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া ইংরাজের বিদ্যা ও কৃষ্টি গ্রহন করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুছলমানগণের আত্ম রক্ষার সমুদয় চেষ্টা যখন ব্যর্থ প্রয়াসে পরিণত হইল, তখন ইংরাজদিগের প্রবর্তিত শিক্ষার দিকে মুসলমানগণ তাকাইয়া দেখিলেন। কিন্তু সে শিক্ষার ভিতর তাঁহারা কি দেখিতে পাইয়া ছিলেন? পরের মুখে ঝাল খাইয়া মোল্লা মৌলবীদের প্রতি অন্যায় দোষারোপ না করিয়া আসুন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হই :—

স্যার চার্লস্ গ্রাণ্ট অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার Scheme of Education এ পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন—

But undoubtedly the most important communication which Indians could receive through the medium of our language, would be the knowledge of our religion, the principles of which are explained in a clear easy way in various tracts circulating among us and are completely contained in the in-eastimable volume of scripture……The moral character and the conditions of the Native is extremely depraved and that the state of society among that people is in consequence wretehed. These evils have been shown to lie beyond the reach of our regulations,

— — — — —

they have been proved to inhere in the general spirit and many positive enactments of their laws; and more powerfully still is the false, corrupt, impure extravagant and ridiculas principles and tenets of their religion….A remedy has been proposed for these evils, the introduction of our light & knowledge among the benighted people especially the pure salutary wise principles of our divine religion…"Our obligation has been likewise urged from another argument. The authority and command of that true religion which we have ourselves—the happiness to enjoy and profess." (History of Education by Justice Syed Mahmood.)

এই নীতির ফলে বাঙলার ভাবী বংশধরদিগকে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে দুই জন অতিরিক্ত পাদ্রী নিযুক্ত করা হয়।

১৮২৩—২৮ খৃষ্টাব্দে অনারেবল মিঃ এল· ফিনেষ্টন ও এফ, ওয়ার্ডন বঙলার শিক্ষানীতি

(১৮৮-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

—মুফাখ্‌খারুল ইসলাম

বাঙালী ও রবীন্দ্রনাথ

ইংরাজরা পশ্চিম বাংলাতেই প্রথম কায়িম হইয়া বসে; পশ্চিম বাংলার দখল লইয়াই পাক হিন্দের অপরাপর গিদীতে হুকুমত কায়িম করিতে থাকে। ইহাতে সাহায্য সহায়তা করিয়া এক শ্রেণীর হিন্দু গোমস্তা মিড়লম্যান হইয়া শাসক শ্রেণীর আশ্রয়ে যে উপশাসক শ্রেণী সাজিয়াছিল, তাহারাই বাঙালী বলিয়া মশহুর হয়, বলিয়াছেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রমথ নাথ বিশি বলিয়াছেন অন্য কথা: বাঙালীরা এই উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই বিরক্তিভাজন হইয়াছিল; কারণ মাথার উপরের সূর্যকিরণতাপ সবাই সহিতে পারে, কিন্তু পায়ের তলার তপ্ত বালুর তাপ সহিতে পারা যায় না; ইংরাজদের প্রতাপ ছিল সূর্যতাপ, কিন্তু বর্ণ হিন্দু 'মহোগ্র প্রতাপ'—দিগের তাপ ছিল পায়ের তলার বালুর উত্তাপ। কিন্তু তাহা হইলেও এই মহোগ্র প্রতাপ বাঙালী বাবুদিগের মারফৎ ইংরাজেরা একটী বাঙালী সংস্কৃতিও গড়িয়া দিয়া গিয়াছে। এই ইংরাজ সৃষ্ট বাঙালীর ভাবধারা এদেশের কাহারো ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব করে নাই, তাহা ছিল তাহাদেরই নিজস্ব এলো ভাবধারা। তাহার প্রথম মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল ইংরাজ কবি মিলটন দেবের চরণে নৈবেদ্য হিসাবে। তাহার প্রথম উপন্যাসকার যে সব উপন্যাস রচনা করিলেন, ইংরাজের অনুকূলে এদেশের ইতিহাস বিকৃত করতঃ তাহার ভিতর দিয়া ইংরাজের বশংবদ বাঙালী বাবুর নবব্রাহ্মণ্য লাভের মাথা চাড়া দেওয়াই ছিল এইগুলির উদ্দেশ্য। এই নবকৌলিন্য প্রথার যজ্ঞহোতা যে ইংরাজেরাই হইয়াছিল, তাহা মাইকেল মধুসূদনের কথায় স্পষ্ট হইয়াছে। বিলাত ফেরত মাইকেলের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য করিয়া চলিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশী পাড়ায় এমন একটী বাড়ী ঠিক করিয়া যখন মাইকেলকে খবর দিতে আসিলেন, তখন মাইকেল বলিলেন যে তিনি ব্রাহ্মণ পাড়ায়ই অবস্থান করিবেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, ইংরাজ অধ্যুষিত পাড়াই আসলে ব্রাহ্মণ পাড়া। বুঝা যায়—একবার কনোজ হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া যেমন আদিশূর এক শ্রেণীর রাঢ়ী হিন্দুকে কৌলিন্য দান করিয়াছিল, জগৎ শেঠেরাও তেমনি সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পাড়ের ইংরাজকে ডাকিয়া আনিয়া নব বাঙালীকে ব্রাহ্মণ হিসাবে কৌলিন্য দান করিল। এই হিন্দু জাগরণে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিল তাহার মাতলামী মাইকেল হইতে শুরু করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র হইয়া শেষে রবীন্দ্রনাথে তাহার উত্তরাধিকারিত্ব পূর্ণতা লাভ করিল।

উক্তরূপ সচেতন কৌশল অবলম্বন করিয়া পশ্চিম বাঙলার বর্ণহিন্দু গোমস্তাগণের জীবনে সাচ্ছন্দ্য আনিয়া দিয়া ইংরাজেরা যে বাঙালী সমাজ গঠন করিয়া দিল, তাহাদের সঙ্গে দেশের সাধারণ লোকের না রহিল জবানের যোগাযোগ, না রহিল ভাবের সামঞ্জস্য, না থাকিল লেবাস পোষাক বা রেওয়াজ রসমের কোনো সম্পর্ক। ইংরাজেরা এদেশের লোকের রক্ত শুষিবার জন্য যে শিঙ্গা লাগাইল, তাহারি নাম বাঙালী: এই

www.ahlehadeethbd.org

বাঙালী শিঙ্গার ভিতর দিয়া এদেশের রক্ত বিদেশীর পানে-ভোজনে যাইবার সময় শিঙ্গার গায়ে যে একটু আধটু রক্ত লাগিয়া থাকিত, তাহাতেই বাঙালীর যে চেকনাইয়ের খোল্‌তাই হইয়াছিল, সেই খোল্‌তাইকে আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি-সাহিত্য বলা হয়। তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আজিকার স্বাধীন দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষিতেরাও শোষণনির্ভর জীবন এখ-তিয়ার করিবার তালাসে বাঙালী হইতে চায় এবং ইংরাজ আমলীয় শোষণনির্ভর সমাজের সাহিত্য সংস্কৃতি অখণ্ডরূপে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। নতুবা পাকিস্তানী তমদ্দুন-বিরোধী রবীন্দ্র সঙ্গীত পাক রেডিওতে গাওয়া মানা করাতে তাহাদের এরূপ 'গেল রাজ্য' 'গেল মান' রকমের উন্মাদনা ও প্রলাপ শুরু হইয়া যাইবে কেন; দুর্বোধ্য স্লোগান দিয়া রাস্তায় মারামারি বাঁধাই-বার আয়োজনেই বা তাহারা কেন মাতিবে? জনগণকে কেন হাঁক ডাক পাড়িতে থাকিবে? ইহার চাইতে বড় ভাওতা এ দেশে আর কি আছে!

ইংরাজকে সম্পূর্ণ অবলম্বন করায় ইহাদের অগ্রজ বাঙালীরা যে দেশের মাটীর নাগাল খোঁজে নাই, সুতরাং নাগাল পায়ও নাই, তাহা বলা প্রয়োজন। দেশের মাটীর নাগাল যাহারা পায় নাই তাহারা প্রকৃত জীবনের গভীর আত্মার শিকড় তাহাদের অনুভূতিতে প্রবেশ করাইবে কিরূপে? তাহাদের মূলহীন জীবন নানারূপে নানা স্রোতের আবর্তে পড়িয়া বেপথু হইয়া ঘুরিয়াছে; জীবনের কোনো মাহাত্ম্য বা আদর্শের সন্ধান তাহারা পায় নাই, কাউকে সে সন্ধান দিতেও পারে নাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল বিরাট। আমরা ত ভাবিয়া পাই না, একটী লোক একটী প্রাণ দিয়া বুঝিয়া এরূপ হর হর কেসেমের আদর্শের কথা বলে কী করিয়া। জীবনের কোনো প্রকৃত মাহা-ত্ম্যের সন্ধান-না-পাওয়া বাঙালীর বেপথু জীবনের প্রকৃত প্রতিনিধিই এই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বড় কবির কাছে মানুষ এমনি একটী আদর্শ বাণী চায়, যাহাতে প্রত্যয় করিয়া জীবনে একটী সাফল্যের আশা করা যাইবে। যে কবির লেখায় উল্টাপাল্টা সব রকম বাণীই পাওয়া যায়, সে কবি ত নিজেই কোনো আদর্শের উপর প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন নাই। আমাদিগকে কী করিয়া তিনি কোনো জীবন বাণীর সন্ধান দিবেন! যে সমাজ-জীবনের সঙ্গে দেশের মাটীর যোগ হইতে পারে নাই, সে জীবন হইতে এমন কোনো হিম্মত ও সাহসের উদয় হইতে পারে না, যাহা কোনো জাতিকে আদর্শ দান করিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে। ঐরূপ মূলহীন জীবনে অবশ্যই কিছু দোলা দিতে পারে, কিন্তু দেশের প্রকৃত জীবনের পক্ষে উহা কোনো আশারই সঞ্চার করিতে পারে না। কোনো জীবন-বাণীই উচ্চারণ করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথও কোনো আদর্শের উপরই প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারেন নাই। অবশ্য স্যার সর্ব-পল্লী রাধাকৃষ্ণণ 'ফিলজফি অব টেগোরে' বাহির করিতে গিয়া বহু গবেষণা হাতড়াইয়া বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ওপনিষদিক আরণ্যক জীবনের তপো-বণী কালচারই রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল আকাংক্ষা। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি তাহাতেও স্বস্তি পান নাই। কোনো কোনো স্থলে অবশ্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,' অর্থাৎ সভ্যতার অগ্রগতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া সেই আদিম জীবনের সহজ পন্থায় নিষ্কৃতি খুঁজিয়াছেন। আবার এক স্থলে তিনি কালি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দাসের কালের সুন্দরীদিগের জন্য আফসোস করিতে মানা করিয়াছেন ; কারণ কবির চারিদিকের আধুনিকারা সে কালের মানবিকাদের চাইতেও চমক প্রদায়িনী।

কী কারণে হয়তো রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছেন 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।' কিন্তু অন্যস্থলে আবার বলিয়াছেন, "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে!"— এখানে এই রাঙ্গামাটি যদি পার্বত্য চট্টগ্রামের সদর শহরটি না হইয়া অন্য কিছু হয়, তাহা হইলে ইহা সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসীর পোষাকের গেরুয়া রংগের প্রতীক কথা। তাহা হইলে আর বৈরাগ্য সাধনা পছন্দ না করিবার কথাটা টিকিয়া থাকিল কোথায়! দেশের প্রতি পিঠ দিয়া বিদেশের আদর্শ সামনে রাখিয়া যে সাহিত্যের পত্তন হইয়াছিল, তাহার ভাব-ভাষা সবই বিদেশী রহিয়া গিয়াছে ; এদেশের সংগে সামঞ্জস্য করিতে পারে নাই বলিয়াই তাহার উৎপন্ন ফসল কোন আদর্শেই প্রত্যয় রাখিতে পারিতেছে না। যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া নয়া বাঙালীর উৎপত্তি, তাহারা দেশ ছাড়ায় বাঙালী আসলে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

জীবনের অনিত্যতা উমর খৈয়ামের লেখায় খুব কম প্রকাশ পায় নাই ; কিন্তু তাঁহার কাব্য অনিত্য জীবনকে গভীর ও হৃদ্যভাবে উপভোগ করিবার জন্য অর্থাৎ মানব জীবনের প্রকৃত মাহাত্ম্য ভোগ করিবার জন্য মস্তান করিয়া তোলে। রবীন্দ্র সঙ্গীতে জীবনের প্রতি শৈথিল্য জাগায়, জীবন বিমুখিতার সৃষ্টি করে, জীবনান্তরেরও কোনো আশ্বাস বাণী শুনায় না।

বিশ্বযুদ্ধপূর্ব ইউরোপের সঙ্গে 'কালা সাহেব' নয়া বাঙালীরা যে কিরূপ তাল মিলাইয়া চলিতেছিল, 'গীতাঞ্জলী' কাব্যের ইংরাজ ইয়েট্‌স্ কৃত তর্জমা দ্বারা বিশ্ববিখ্যাত ইউরোপীয় সাহিত্য পুরস্কার লাভে তাহা প্রমাণ হইয়াছে। ব্যাপারটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে হইলে 'গীতাঞ্জলী' দ্বারা নোবেল প্রাইজ লাভ ঘটিত কি না বলা যায় না। কারণ শিল্পের খাতিরে শিল্প সৃষ্টি করিবার ধুয়া তোলার ভিতরে মানব জাতির আত্মহত্যার অবশ্যম্ভাবী বীজ নিহিত আছে, তাহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধশেষে ইউরোপীয় কবি সমাজও ভালোভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। জীবনের প্রতি প্রকৃত দ্রষ্টার দৃষ্টি লাভ করিবার তাহাদেরো খিয়াল জাগিয়াছে। নিছক কল্পনা বিলাসে আর কাজ চলিতেছে না, যে কল্পনায় মানব জাতির ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করে না, সে কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না বলিয়া তাহাদেরও চেতনা জাগিতেছে।

ভাব বিলাস ও কল্পনা বিলাসের এমন সর্বজনীন শো-হাউস বিশ্বে আর কোথাও সজ্জিত করিবার উপায় নাই। রবীন্দ্র সাহিত্য এমনি একটী অসাধারণ সৃষ্টি। ইহা আস্তিক, নাস্তিক, সাকারবাদী, নিরাকারবাদী, বহুবাদী, একত্ববাদী প্রভৃতি যত রকমের ভাবের জন্ম দুনিয়ার মানুষের মনে আসিতে পারে, তাহার স্ফূর্তিতে ভরপুর। দুনিয়ায় যেরূপ বিশ্বাসের লোকই থাকুক না কেন, রবীন্দ্র সাহিত্যে তাহার বিশ্বাসের কিছু-না-কিছু নিশানা খুঁজিয়া পাইবে। প্রত্যেকেরই স্যাম্পল ইহাতে আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কথা কোন্‌টী কোন্ আদর্শে তিনি নিজে প্রত্যয় স্থাপন করিয়া স্বস্তি পাইয়াছেন তাহা বুঝিবার উপায় নাই। প্রত্যেক মতবাদকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাহিত্যে এমনভাবে সুসজ্জিত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা ধরিব, তাহারও হদীস পাওয়া যায় না। কম্যুনিষ্ট ছোকড়ারা তাহাকে

www.ahlehadeethbd.org

পছন্দ করে তাহার 'ব্রাহ্মণ' কবিতার জন্য। কারণ তাহাতে সমাজ বিরোধী প্রেরণা আছে।

যখন 'এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান' বলিয়া ডাক ছাড়েন, তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বড়ই অসাম্প্রদায়িক। কিন্তু এ সবলকে ডাকিয়া জমায়েত করিয়া যখন সকল সাম্প্রদায়িকতার উৎস ব্রাহ্মণকে যজাইয়া দিবার জন্য সম্বোধন করেন—'এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার' তখন শুচিবাইগ্রস্তকে আরো শুচি হইতে প্রেরণা দিয়া ঘোর সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়া বসেন। জীবন মৃত্যুর দার্শনিকতায় গিয়া একবার তিনি বলেন—'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।' অন্যবার বলেন, "মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান।"

মোটকথা, আমরা বড় কবির কাছে জীবনের একটা বিশেষ রহস্যের উদ্ঘাটন কামনা করিয়াই উপস্থিত হই। কিন্তু সেই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে ঐরূপ আবোল তাবোল বলিয়া আলোকের পথ নির্দেশের বদলে বিভ্রান্তির অন্ধকার গহ্বরে নিমজ্জিত করেন। খুব বড় প্রতিভা হওয়ায় সব রকম কথাই তিনি অতীব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু কোনো কথাতেই প্রত্যয় উৎপাদন করিয়া তিনি আমাদের জন্য জীবনের প্রকৃত আস্বাদ দান করিতে পারেন নাই। জীবনের প্রতি গভীর করিবার বদলে তিনি ভাসাইয়া তোলেন, শিথিল করেন।

রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক' বিখ্যাত গানটি আজ হিন্দুস্তানের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে গীত হইতেছে। আমাদের এখানকার আবহাওয়া ও ফসল সম্পদ পয়মাল করিতে করিতেও অনেকে ঐ গানটির আশা পোষণ করিতেছেন। ইহাতেই প্রমাণ হয়, আমাদের উপমহাদেশটি আজাদ হইলেও আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোকগুলি আজাদ হয় নাই, গোলাম হইয়াই রহিয়াছে। শিক্ষার আমূল পরিবর্তন না করিলে এইরূপ গোলামদের বংশ রক্তবীজের মত বাড়িতে থাকিবে। অথচ আজাদী শিক্ষার আয়োজন করিতে গেলেই ইহারা জনগণকে ডাক দিয়া বসিবেন, জনগণকে শোষণ করিবার রাস্তা পরিষ্কার রাখিতে কোশেশ করিবেন জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়াই। আসলে রবীন্দ্রনাথ ঐ গানটি ভাবে গদগদ হইয়া ১৯১১ সনে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে ইংলণ্ডেশ্বরের বন্দনা গান হিসাবে রচনা করিয়াছিলেন এবং তাতে 'নাইট' খিতাব পাইয়াছিলেন। পরে যখন দেখিলেন যে, ইহাতে দেশের অনেকের কাছে তাহার মান কমিয়াছে, তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডকে ছুতা করিয়া খিতাবটি ত্যাগ করেন।

আত্মসম্মান যাহার আছে, সেরূপ লোক কি শিবাজীর মত দস্যুদল সৃষ্টিকারী রাজার মহিমাকীর্তন করিতে পারে—যে দস্যুদল তাহারি প্রমাতামহীদিগের ইজ্জত হুরমত অবলীলাক্রমে পদদলিত করিয়াছে। "তাহাদের রমণের ডরে" রবীন্দ্রনাথের প্রমাতামহী ও প্রপিতামহীগণ ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়িয়াছেন। মুসলমানকে দাবাইয়া রাখার পরিকল্পনায় যে স্বাধীনতার স্বপ্ন রচিত হইয়াছিল 'শিবাজী'র বন্দনা গীতি রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার উৎসব আয়োজন সার্থক করেন। বন্দী বীর, হোলি খেলা ইত্যাদি কবিতার ত কথাই নাই।

বাঙালীর আসল পরিচয় এইরূপই। বাঙালীর সেই আবোল তাবোল প্রতিভার পরম বিকশিত রূপ রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

(১৯৮-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

॥ মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ ॥

পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ ও সংহতির প্রশ্ন

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

পাক-ভারতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ এবং বিদ্বজ্জন-মণ্ডলী বরাবরই এমন দাবী করে এসেছেন যে, এ উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী অধিকাংশই ধর্মান্তরিত এবং তারা রক্ত, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দিক থেকে হিন্দুদেরই উত্তরাধিকারী। শত শতাব্দীর সময়ের বিবর্তন এবং কয়েক শতাব্দীর মুসলিম শাসনের পরও তারা এ-ঐতিহাসিক দাবী তুলে ধরতে দ্বিধান্বিত নন। কিন্তু হিন্দুর মানস-গঠনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও গোঁড়ামীর জন্যে এ দাবী জানানো সত্ত্বেও তারা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আপন বলে গ্রহণ করতে অপরাগ। সমাজক্ষেত্রে ছুৎমার্গী দূরত্ব আজো তারা সমানভাবেই বজায় রেখে চলেছেন। এর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে সাম্প্রতিক-কালে জনৈক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী লিখতে বাধ্য হয়েছেন :

'To aggravate the separatist tendency among Indian converts, the Hindus during this period developed many suicidal attitudes. They not only failed militarilly and lost territorially, thy also betrayed a pathetic incapacity for re absorbing those sections of their society which fell a prey to the invader but were eager to be accepted back by their own kith and kins. The recent Pathetic example of this incapacity was the refusal by Kashi Pandits to accept Kashmiri Muslims back to the Hindu fold, though they were prepared to do so en masse far from accepting the Muslims back into their own fold, the Hindus treated the Muslims as untouchables. They were not regarded as fit to associate and dine with. A Hindu would not let his house easily to a Muslim. The Hindus persistently destroyed whatever inclinations the Indian converts to Islam might have had to stick to their pre-convertion heritage, (Secularism in Letter and Spirit by N. R. W. Pande, Quest, Monsoon, 1966)

পাক-ভারতীয় হিন্দু সমাজ এ উপমহাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে চিরকাল এমন সংকীর্ণ দৃষ্টিতেই দেখে এসেছে। আর এর ফলে ভূগোল, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নামে এক জাতীয়তা সৃষ্টির সকল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আহ্বানই মাথা কুটে মরেছে। অন্যপক্ষে প্রতিবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলিম সেন্টিমেন্ট ও অনুপ্রেরণা দুর্বার হয়ে উঠেছে। এরি ফলশ্রুতি হিসাবে এ উপমহাদেশের মুসলিম জাতীয়তাবাদ ক্রমান্বয়েই সংঘবদ্ধ ও সংহত রূপ পরিগ্রহ করেছে। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ ও অনুপ্রাণনা যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রধানতম ও প্রবলতম শক্তি এ সত্য অনস্বীকার্য; উপরন্তু এর সাথে যদি ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিক এষণার ঐক্য ও সমধর্মিতা থাকে তা হলে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে বাধ্য। কারণ, রামজে মুরের ভাষায় বলা হয়:

We may conclude, therefore, that while in some cases religious unity has powerfully contributed to create or strengthen national unity, and while in other cases religious disunity has placed grave obstacles in its way, on the whole religion has not been a factor of the first importance in the making of nations. But there is one sense in which it may perhaps be said that religious unity an indispensable condition of nationality: the fundamental moral conceptions of the people, their essential ideas about their place in the world and their duties to their neighbours, must not be so widely dissimilar as to make mutual understanding or friendly co-operation impossible or very difficult····

···But it is probable that the most potent of all nation moulding factors, the one indispensable factor which must be present whatever else be lacking, is the possession of a common tradition, a memory of sufferings endured and victories won in common, expressed in song and legend, in the dear names of great personalities that seem to embody in themselves. The character and ideals of the nation, in the names also of sacred places wherein the national memory is enshrined······ of all the forces which in any degree contribute to the making of nations, the economic factor is probably the least important. (Nationalism and Internationalism).

জাতীয়তার এইসব সংজ্ঞা-সত্যকে ধর্তব্যের মধ্যে নিলেই পাক-ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠী ভৌগোলিক দিক থেকে দুই দূরবর্তী অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমবায়ে কিরূপে এক-অখণ্ড ও অবিভাজ্য জাতি হিসাবে গড়ে উঠেছে তার হদিস পাওয়া যাবে। আর পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূলেই বা কোন্ মৌলিক উপাদান শক্তি সঞ্চয় করেছে তাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। পাকিস্তানী জাতি ও রাষ্ট্রের সীমা যে এক হয়ে গেছে তার মুলে রয়েছে এ-জাতির জনসমবায়ের সমষ্টি-চেতনা। রাসেলের ভাষায় বলতে হয় যে, "যে ভাবেই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এর উদ্ভব হোক না কেন, এই সমষ্টি-চেতনাই জাতির জন্ম দেয় এবং এর ফলেই জাতির সীমা এবং রাষ্ট্রের সীমা এক হওয়ার গুরুত্ব এত বেশী।"

জাতীয়তাবাদের সত্যিকার স্বরূপ এবং পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিনিহিত মৌলিক উপাদানের বিশ্লেষণের পর স্বাভাবিক-ভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এই মুসলিম জাতীয়-তাবাদ পরিবর্তিত-পরিস্থিতিতে কিভাবে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হলো? এ-প্রশ্নের জওয়াব পেতে হলে আমাদেরকে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের স্বরূপের দিকেও ফিরে তাকাতে হবে। ইতিপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, অতীতে একদা যা পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিত ছিল তাই স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়েছে। অন্যপক্ষে যা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অভিসারী ছিল তা 'অদ্যাবধিও' ভারতীয় জাতীয়-তাবাদের জন্ম দিতে পারেনি। এই বিফলতার মূলে রয়েছে ভারতীয় সংখ্যাগুরু হিন্দু জন-গোষ্ঠীর ধর্মীয় সংকীর্ণতা, ছুঁৎমার্গী মনোভঙ্গী এবং সর্বোপরি সেখানকার বিচিত্রধর্মী জনসম-বায়ের বিভিন্ন ধরনের সেন্টিমেন্ট বা অনুপ্রেরণা। ভৌগোলিক পরিবেশ, ভাষা এবং সংস্কৃতির অনৈক্য ও সামাজিক রীতিনীতির বৈপরীত্য সত্ত্বেও যে-ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তাবোধকে সংহত করে তুলে স্বাধীনতা পরবর্তীকালেও ভারতে তার সম্ভাবনা দেখা দেয়নি, কারণ কংগ্রেস সরকার এবং সেখানকার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সুপরি-কল্পিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ভারতের বিচিত্র ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে ঐক্যের হামানদিস্তায় পিষে ফেলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। স্মরণযোগ্য যে, পাকিস্তানেও বিভিন্ন ধর্ম এবং সংস্কৃতির অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু তা যে বিপুল জন অধ্যুষিত বিরাট ভারতের মতো এতখানি জটিলতা-আক্রান্ত নয়, এ-সত্য অস্বীকার করা চলে না। তবুও, অতীতের পাক ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদকে পাকিস্তানী জাতীয়-তাবাদরূপে আখ্যায়িত করতে গেলে এখানকার সংখ্যালঘু অমুসলিম জনগোষ্ঠীর দিক থেকে তা অবাস্তব মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এ-সমস্যারও সমাধান পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদের চারিত্র্য এবং অন্তর্নিহিত শক্তির মধ্যেই রয়েছে। তবে প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে, পাকিস্তান নিছক মুসলমানদের দেশ হলে তাকে পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদের রূপান্তরিত বা পরিবর্তি-তরূপ হিসাবে গ্রহণ করা এত তর্কসাপেক্ষ বিষয়ে পরিণতি হতো না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে অমুসলিম নাগরিকদেরও অস্তিত্ব রয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে বলছি এই কারণেই যে, অমুসলিম নাগরিক না থাকলে এই রাষ্ট্রের পক্ষে ইসলামের চারিত্র্য গ্রহণ অধিকতর সহজ হতো বটে, কিন্তু তাতে অমুসলিমদের প্রতি ইসলামের সহনশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতার সত্যিকার স্বরূপ কি তা প্রতিষ্ঠিত করার এতখানি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেতো না আর এখানকার মুসলিম জনগোষ্ঠী তার নিজস্ব জাতীয় সরকারের সহযোগিতায় জীবনের সর্ব-ক্ষেত্রে বিকশিত হতে বদ্ধপরিকর হলেও তা যে-কোন অর্থেই সংখ্যালঘুদের নিজস্ব বিকাশের পথকে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে নয় এ-মহান সত্যও এতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারতো না। ভৌগোলিক দূরত্ব এবং ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা সত্ত্বেও পাকিস্তানের সংহতি যে গত কুড়ি বছরের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়েও অটুট এবং সুদৃঢ় রয়েছে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তার মূলসূত্র এই সত্যের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়। সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় আদর্শ এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এ রাষ্ট্রের ব্যাপকতর ক্রিয়াকাণ্ডে অবশ্যই বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হবে, কিন্তু তা কোন অবস্থাতেই সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যকে মুছে দিয়ে নয়। সকল সম্প্রদায়ের অবাধ বিকাশের প্রতিশ্রুতি নিয়েই পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে কায়েদে আজম সুস্পষ্ট ভাবেই বলে গেছেন: "আপনারা স্বাধীন; আপনাদের মন্দিরে যাওয়ার স্বাধীনতা আপনাদের রয়েছে, আপনাদের মসজিদের অথবা এই পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত অন্য যে কোন উপাসনালয়ে যাবার স্বাধীনতা আপনাদের রয়েছে। আপনারা যে কোন ধর্ম বা মতবাদের অনুসারী হতে পারেন—তার সাথে রাষ্ট্রের কাজের কোন সম্পর্ক নেই।" অর্থাৎ এ রাষ্ট্র সংখ্যাগুরু মুসলিম জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে প্রতিষ্ঠিত হলেও, এ কোন অর্থেই সংখ্যালঘু জনসম্পদায়ের অবাধ আত্মবিকাশের প্রতিকূল নয়।

জাতির জনক কায়েদে আজমের উপরোক্ত ঘোষণা বাস্তব ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনার বিষয় বটে: কিন্তু মোটামুটিভাবে এ সত্য উচ্চারণ করা চলে যে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত না হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তান তার সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের যেমন উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তেমনি দিতে পেরেছে তার সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের অবাধ উপাসনার সুযোগ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যে কোন দেশেই শাসন-কর্তৃপক্ষ কিংবা সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের প্রভাবে সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায় প্রভাবিত হতে বাধ্য। ইউরোপীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের শিক্ষা-সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রভাব যে এক সময়ে পাক ভারতীয় জনগোষ্ঠীর উপর বিশেষ-ভাবেই পড়েছিল এবং সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী যে সংখ্যাগুরু হিন্দু জনগোষ্ঠীর সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাবের আওতায় এসে গিয়েছিল তারও মূলসূত্র এখানেই পাওয়া যাবে। অতীতে মুসলিম শাসনামলে শাসন-কর্তৃপক্ষের সভ্যতা সংস্কৃতি যে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর উপর কত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল ইতিহাস তার সাক্ষী। বস্তুতঃপক্ষে শাসন-কর্তৃপক্ষ কিংবা সংখ্যালঘু জনসমষ্টির সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাব যতক্ষণ না শাসিত জনগোষ্ঠী কিংবা সংখ্যালঘু জনসম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় অথবা সেই জনসমবায়ের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে নিঃশেষে মুছে দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করে, ততক্ষণ বিরোধ বৈষম্য বর্তমান থাকলেও দেশীয় এবং জাতীয় সংহতি চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় না। পাকিস্তানেও বিরোধ বৈষম্য প্রকটভাবেই রয়েছে—এর মূলে আছে প্রধানতঃ ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকারণ। কিন্তু এ-সত্ত্বেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় এবং জাতীয় সংহতি যে অটুট ও দৃঢ়মূল, তার কারণ এই যে, এখানে পাকিস্তানের শাসন-কর্তৃপক্ষ কোন এলাকা বিশেষ কিংবা ধর্মীয় জনসম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন অস্তিত্ব মুছে ফেলার হীন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। রাষ্ট্র-পরিচালনা ও অর্থনৈতিক বিলি-বণ্টনে ভেদবৈষম্য অবশ্যই আছে, কিন্তু তা এখনো পরিশোধনের সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করে যায় নি। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিচক্ষণতা ও বাস্তবতাবোধের কল্যাণে অচিরেই তা পরি-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শোধিত হয়ে যাবে এমন প্রত্যাশায় পাকিস্তানী জনগোষ্ঠী আজো উজ্জীবিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখনীয় যে, পাকিস্তানে যে ভেদ-বৈষম্য প্রকটরূপ দৃষ্টি-গ্রাহ্য তা হলো অর্থনৈতিক। আর জাতীয়তা-বোধের প্রশ্নে অর্থনৈতিক বিষয়ের স্থান কি তা রামজে মুরের ভাষায় বলা যায় :

Of all the forces which in any degree contribute to the making of nations, the economic factor is probably the least important.

অর্থনৈতিক বৈষম্য সত্ত্বেও এবং রাজনৈতিক হট্টগোলের মধ্যেও ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রমণের মুহূর্তে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠী যে সংঘবদ্ধ প্রেরণা নিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় এগিয়ে গিয়েছে তা উপরোক্ত বক্তব্যের সারবত্তাকেই সপ্রমাণিত করেছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেল স্পষ্টতঃই বলেছেন যে, "একটি জাতির সদস্যদের অচেতন মনে একটি সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের প্রবৃত্তি সর্বদা কার্যকরী। যখন যুদ্ধ কিংবা ঐ জাতীয় কোন বিবাদ দেখা দেয় তখনই ঐ প্রবৃত্তির স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে। সে-পরিস্থিতিতে যেই তার সরকারের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে চায় সেই একটি মানসিক দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়; অথচ বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে অনুরূপ দ্বন্দ্ব দেখা দেয় না। নিজস্ব সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করতে গেলে প্রত্যেকেই কমবেশী সচেতনভাবে এমন একটি আশা পোষণ করে যে, সরকার একদিন তার চিন্তায় ফিরে আসবেই। কিন্তু বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধাচরণে এ ধরণের কোনো আশা করারই প্রয়োজন থাকে না। যে ভাবেই এর উদ্ভব হোক না কেন, এই সমষ্টি-চেতনাই একটি জাতির জন্ম দেয়, এর ফলেই জাতির সীমা এবং রাষ্ট্রের সীমা এক হওয়ার গুরুত্ব এত বেশী। জাতীয় সেন্টিমেণ্ট এটি বাস্তব সত্য এবং প্রতিষ্ঠান-সমূহের বেলায় এটি বিবেচ্য। একে যখন অবজ্ঞা (ignore) করা হয় তখনই এর তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায় এবং বিবাদের উৎসে পরিণত হয়।"

পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ ও সংহতির প্রশ্নের আলোকে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালেও ভারতে জাতীয়তাবোধ ও সংহতির যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তা পর্যালোচনা করতে গেলে কতকগুলো বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হতে হয়। এ-পর্যালোচনা আরও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কারো কারো মনে এমন ধারণাও জন্ম নিয়েছে যে, ভারতে জাতি ধর্ম সংস্কৃতি ইত্যাদির কোনরূপ বিপর্যয়ধর্মী সমস্যা নেই, এবং সেখানকার জাতীয় সংহতিও অটুট এবং অম্লান। কিন্তু বাস্তবতার সাথে এ-ধারণার যে কোনরূপ সংসর্গ নেই, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের 'ভারতীয় সংহতির সমস্যা' সংক্রান্ত সাম্প্রতিক রচনাসমূহই তা সপ্রমাণ করে। ইতিহাস থেকেই এ-সত্য প্রমাণিত হয় যে, একমাত্র ভৌগলিক বন্ধন ছাড়া ভারতে কোনকালেই কোনরূপ ঐক্য ছিল না, না সুদূর অতীতে, না বর্তমানে। বিচিত্র ধর্ম, ভাষা, বংশ ও গোত্রের জনগোষ্ঠীর দেশ ভারতবর্ষের অনুরূপ ঐক্যবোধের সংগঠন সম্ভবপরও ছিল না। তারি পরিণতি হিসাবে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যে ভারতে স্বতন্ত্র ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র অঞ্চল ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী এবং সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠেছে এ-সত্য কোন ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় নয়। এর মূলে কি শুধু অর্থনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আকাঙ্ক্ষাই কার্যকরী? তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে অহিন্দু জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার যে গোপন ষড়যন্ত্র বলবৎ তাও কি এর জন্যে দায়ী নয়? সংখ্যালঘু মুসলিম জনসম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্যকে 'ভারতীয় জাতীয়তার নামে' মুছে ফেলার যে সঙ্গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়ে চলেছে তার প্রকৃতি সম্পর্কে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দই আলোকপাত করেছেন। ভারতের বুদ্ধিজীবীদের রচনায় এ-সংক্রান্ত উপদেশ-নির্দেশের স্পষ্ট পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতীয় এক জাতীয়তার সৃষ্টির প্রয়োজনে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীকে যে তাদের স্বাতন্ত্র্য বর্জিত করে পুনরায় হিন্দু ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারায় আত্মসাৎ করা অপরিহার্য, এমন উপদেশ প্রদান করতেও তারা দ্বিধান্বিত নন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাদের উপদেশ-নির্দেশ সবই উচ্চারিত হয়েছে ধর্ম-নিরপেক্ষতা ও জাতীয়তার নামে। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা কোন্ প্রক্রিয়ায় জাতীয় সংহতি সৃষ্টি করতে চাইছেন নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকেই তা স্পষ্ট হবে:

The Genesis of the Hindu-Muslim problem so far traced makes it clear how to solve it. Once it is realised that the Indian Muslims are sections of Indian society whom foreign invaders tried to uproot, it will not be difficult to see that they will be re-absorbed in the Parent-body when it becomes strong and prosperous ... To bring about such a secular re-orientation in thinking, re-orientation of education will be needed. Separate Educational Institutions for Hindus and Muslims should be discouraged. Similarly the idea that 'Muslim' education is somehow different from Hindu education must be abandoned. the claim that Arabic and Persian are Muslim languages and an alternative to Sanskrit for Muslims should not be countenanced. Arabic and Persian are foreign languages of equal concern to both Hindus and Muslims and should not be treated as alternative to any Indian language – – The main object in which educational re-orientation is needed is Indian History. Indian History as presented nowadays tends to show that there is no such thing as Indian nationhood but medly of races and cultures brought by invaders in different times – – Indian history should be so presented that even a non-Hindu reader will be inspired with respect for Ram and Krishna as national heroes though not as incarnations of God; similarly, it should be calculated to

www.ahlehadeethbd.org

Contents

create respect even among non-Hindus about Shivaji and Gandhi-ji as patriots who fought foreign invaders whatever the religion of these invaders might have been,

জাতীয় সংহতির খাতিরে ভারতীয় ইতিহাস পুনর্লিখন এবং শিক্ষা-নীতি পরিবর্তনের যে সুপারিশ উপরোদ্ধৃত রচনায় রয়েছে তা সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বাধীন মানসবিকাশের অনেকখানি পরিপন্থী বিবেচিত হতে বাধ্য। কিন্তু যারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে ভারতীয় এক জাতীয়তার অঙ্গীভূত হতে চাইবেন না তাদের জন্যেও লেখকের পথ-নির্দেশ রয়েছে :

The recalcitrant sections in India are not foreign inmigrants but our own kith and kins, the branches of the same banian tree on which the axe of the invaders has fallen, The axe has cut deep into one of the branches but has not succeeded in severing it from tree when the tree regains its vitality, the wound will heal and the branch will be re-integrated. There is no alternative for the branch excepting either to be re-integrated or to fall offer and try to grow in another soil the Pakistan Muslims have chosen the latter course, we cannot conceive of any other course for the Indian Muslims but re-integration.

(Scularism in Letter and Spirit, N. R. W. Pande, Quest Monsoon, 1966.)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাঙলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজের রুচিবিপর্য্যয়

(১৭৬ পৃষ্ঠার পর)

সম্বন্ধে এক স্মারকলিপি প্রস্তুত করেন, তাহাতে বলা হয় :—

"I would not ostensively but indirectly give every encouragement to the missionaries, for although I entirely concur with the governor in the expediency of abstaining from all attempts at religious improvement, yet so long as the natives do not complain of the interference of the missionaries with their prejudicies···their exertions cannot fail of being profitable···If education should not produce a rapid change in their opinions on the fallacy of their own religion, it will at least render them more honest and industrious subjects." (History P. P, 4I)

ইংরাজী সভ্যতার পতাকাবাহী ভারত বর্ষের সভ্যতা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপরোক্ত হীন মনোভাব লইয়া ভারতবাসীদিগকে তাহাদের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করার ঘৃণিত ষড়যন্ত্র স্বরূপ ইংরাজী শিক্ষার প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই মুছলমানগণ উক্ত শিক্ষাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন : কিন্তু বাঙলার ভদ্র হিন্দু সমাজ তাহা বর্জ্জন করা দূরে থাকুক, সাগ্রহে সেই শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং মুছলমানদিগের কৃষ্টির প্রত্যেকটী চিহ্নকে নব প্রভুর ইঙ্গিত ও আচারানুযায়ী ভারতবর্ষের বুক হইতে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান বাঙলা সাহিত্যের বুনিয়াদ উক্ত ইংরাজী সভ্যতার দানস্বরূপ, মুছলিম সভ্যতার শবদেহের উপর স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়াই, সংস্কৃত কলেজের আমদানী হিঁদুয়ানী বাঙলা সম্বন্ধে মুছলমানগণের রুচি-বিকার উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজের রুচি-বিপর্য্যয়ের ইহাই অন্যতম প্রধান কারণ।

কাজী ছাহেবের নির্দ্দেশিত সাহিত্যিক ভাব বিপর্য্যয়ের অন্য দুইটী কারণ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব।

[কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে মাসিক মোহাম্মদী ১৩৩৯ সালের ফাল্গুন সংখ্যা হইতে সংকলিত।]

www.ahlehadeethbd.org

॥ অধ্যাপক মীর আবদুল মতীন এম, এ ॥

আমরা কোথায় ?

পাক-ভারতে মুছলমানদের আগমন সূচিত হয় বিগত খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে। তদানীন্তন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেই যামানার মুসলিম মহাপুরুষগণ নিজেদের প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শান্তি প্রতিষ্ঠার উদার নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই তাঁহারা বিভিন্ন দেশ-বিজয়ের অভিযান পরিচালনা করিতেন। তাঁহাদের জীবনাদর্শের অপূর্ব প্রভাব ইসলামের প্রচারকে ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের শাসন পদ্ধতির মূল বস্তুই ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা। অন্যায় অত্যাচারমূলক শোষণনীতি তাঁহাদের নিকট অবশ্যই বর্জনীয় ছিল। রাজস্ব বাবদ এবং তৎসঙ্গে জিজিয়া বাবদ যে অর্থ তাঁহারা পাইতেন তাহা নববিজিত দেশের সার্বিক উন্নয়নের পরিকল্পনাতেই ব্যয় করিতেন।

মোগল শাসন প্রবর্তনের পূর্ব পর্য্যন্ত দিল্লীতে এই একই নীতি অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে বাবুরের ভারত আক্রমণের সময় হইতে উক্ত নীতির পরিবর্তন ঘটে। ভারতের হিন্দু জাতি এই পরিবর্তনের ব্যাপারে প্রধান অংশ গ্রহণ করে। বিজিত দেশে বিদেশীয় শাসকদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যে সংগ্রাম দেখা দেয় তাহাতে বিজিত সম্প্রদায়গুলিও নিজেদের স্বার্থ সুবিধা আদায় করার বেশ কিছু সুযোগ পাইয়া থাকে। ভারতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। পাঠান ও মোগল উভয়ই যোদ্ধা ও সমরনিপুণ জাতি। তাহাদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়া সত্বেও সেই সুযোগে হিন্দুদের পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিল না—এই কথা হিন্দু সম্প্রদায়ের ভালভাবেই জানা ছিল। সেজন্য স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস না পাইয়া হিন্দুরা মোগলদের নিকট হইতে স্বার্থ সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় তৎপর হয় এবং এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তাহাদের কয়েকটি শক্তিশালী সম্প্রদায় মোগলদিগের নিকট সহজ আনুগত্য জ্ঞাপন করে এবং সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা প্রদানে অগ্রসর হয়। তাহার বিনিময়ে হিন্দুরা স্বাভাবিক ভাবেই কিছু সুবিধা লাভে সমর্থ হয়। এইভাবে যে সুবিধাটুকু হিন্দুরা লাভ করিল তাহাই পরে মোগল শাসনতন্ত্রে তাহাদের জন্য স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া দেয় এবং তৎসঙ্গে মুসলমানদের ধর্ম শাসন, সমাজ ও কৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রাধান্য ও প্রভাব কার্যকরীভাবে চলিতে থাকে। হিন্দু প্রধানদের রমণীগণ মোগল মহিষীরূপে নারী মহলের কর্তৃত্ব লাভ করে। তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণের মনোবৃত্তিতে পরিবেশজাত হিন্দুয়ানী প্রভাব পরোক্ষভাবে স্থান করিয়া লয়। মোগল দরবারের পারিষদরূপে অনেক হিন্দুই আসন গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্তৃত্বের মাধ্যমে হিন্দু প্রভাব রক্ষা করিতে পূর্ণরূপে প্রয়াস পায়। তাহাদেরই ভগ্নি বা কন্যাগণ মহিষীরূপে সম্রাটগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ গ্রহণ করে। পাঠান আমলে কিন্তু এই অবস্থা আদৌ ছিল না।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোগল সম্রাটগণের প্রশ্রয়েই হিন্দুয়ানী চিন্তা-ধারা কার্যকরীভাবে বর্ধিত হইতে থাকে। সম্রাট আকবরের শেষ সময়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। আকবর নিজেই দ্বীনে ইলাহী প্রচার করিয়া ইসলাম ধর্মের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বীনে ইলাহীর সমর্থন করিবার মত লোক বেশী ছিল না। কয়েকজন মুসলমান আমির ওমরাহ মৌখিক সমর্থন জানাইয়া নিজেদের গদি ঠিক রাখিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। একমাত্র তোদরমল ব্যতীত আর কোন হিন্দুই তাহা গ্রহণ করেন নাই। মানসিংহ নিজে আকবরের সম্মুখে উহার প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায়। এতদসত্ত্বেও দ্বীনে ইলাহীর প্রচারণা ইসলামের দারুণ ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। আকবর হিন্দুগরিষ্ঠ দেশের সমর্থন লাভের আশায় হিন্দুদের আবদার অনুসারে বিভিন্ন রকম বিধান প্রবর্তন করেন যাহা সাক্ষাৎ ভাবে ইসলামের জন্য ক্ষতিকর ছিল। ফলে ধর্মপ্রাণ মুসলমান অত্যন্ত অশান্তির মধ্যে দিন যাপন করিতেছিলেন। মোগল সম্রাটের বিরোধিতা প্রকাশ্যে না করিলেও এই পরিবেশের আশু পরিবর্তন তাহারা অন্তরের সহিত কামনা করিতেন। আল্লাহ তা'আলার রহমতে তখন হযরত সৈয়দ আহমদ মুজাদ্দিদে আলফেছানী রাহমাতুল্লাহ সারহিন্দী আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি তাঁহার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় ধীশক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা, অনুপম ত্যাগ তিতিক্ষা ও সাহসিকতা. অদম্য সংগ্রামশীলতা, দুর্জয় সাধনা বলে সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশের পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হইলেন। আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর তাহার শত প্রতিরোধ প্রচেষ্টাতেও হযরত মোজাদ্দিদের (রঃ) আন্দোলনকে দমিত করিতে পারিলেন না। বরং সম্রাটের বিপদ চারিদিকে ঘনাইয়া আসিতেছিল। বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছিল। তখন একান্ত অনন্যোপায় হইয়া জাহাঙ্গীর হযরত মোজাদ্দিদের আনুগত্য ও শিষ্যত্ব গ্রহণে বাধ্য হইলেন। দুর্যোগ কাটিয়া গেল, সম্রাট রক্ষা পাইলেন এবং হিন্দু পরিবেশ হইতে তিনি মোগল শাসনকে মুক্তি দিলেন। বিভিন্ন ইসলাম-বিরোধী বিধান তিরোহিত হইল ঃ বহু সংস্কার সাধিত হইল। ফলে হিন্দু প্রভাব মোগল দরবার হইতে বিদায় নিল। সম্রাট শাহজাহান হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের নির্দেশমত চলিতেছিলেন। এমন সময় মুজাদ্দিদ সাহেব এন্তেকাল করেন।

কিছু সময় পরেই সম্রাট শাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া কোন্দল সৃষ্টি হয়। সম্রাট আলমগীর পাক-ভারতে ইসলামের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন। সমুদয় অশুভ পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আলমগীর অগ্রসর হইলেন এবং প্রয়োজনের অপরিহার্য্য তাকীদে তিনি তাঁহার পিতাকে (সম্রাট শাহজাহানকে) অন্তরীণাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট আলমগীর তাঁহার সারাটা জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে কাটাইয়াছেন।

এই সময় মারাঠা দলপতি শিবাজীর নেতৃত্বে হিন্দু সমাজের শক্তিশালী অংশ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহ দমিত হইয়াছিল কিন্তু দীর্ঘ সময়ব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত মোগল শক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। সম্রাট আলমগীরের পরে তাহার মত শক্তিশালী সম্রাট আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই। আহমদ শাহ আবদালীর আক্রমনে তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে মারহাট্টা শক্তি চূর্ণ হইয়া গেলেও তাঁহার ইরাণ প্রত্যাবর্তনের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সঙ্গে সঙ্গে মারহাট্টা শক্তি আবার প্রবল হইয়া উঠে। তাহারা সমগ্র পাক ভারতে প্রভাব স্থাপন করে। লুণ্ঠনকারী দল হিসাবে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় ত্রাসের সৃষ্টি করে। "বর্গী এলো দেশে, বাবুইয়েতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিবে কিসে?" এই প্রবাদ বাক্য ঐ বর্গী আক্রমণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। নবাব আলীবর্দী খাঁ মারাঠাদের সঙ্গে চৌথ দিবার চুক্তিতে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার জনসাধারণকে বর্গীদের অতর্কিত ব্যাপক আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন।

মারাঠাগণ সন্ধি-শর্ত মুতাবেক বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা অভিযান চালাইতে নিরস্ত ছিল কিন্তু এই অঞ্চলের মুসলমান শাসন ধ্বংস করিবার দুরভিসন্ধিতে সুযোগমত বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাইবার প্ররোচণা দিয়া বাংলার নবাব দরবারে এবং অন্যত্র জগৎশেঠ, উমিচাদ, রায় বল্লভ প্রভৃতি প্রভাবশালী ব্যক্তিগণকে তাহারা তাহাদের এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া যায়।

ঘটনাচক্রে বণিকরূপে আগত বৃটিশ ঐ সকল মারাঠা এজেণ্টদের সহযোগিতায় ক্রমে ক্রমে দেশের সকল অধিকার হস্তগত করে। বাংলা বিহার উড়িষ্যা চিরতরে পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়। এই পরাধীনতার ফলে মুসলমান জাতির সকল শক্তি নির্মুল হইয়া যায়। অন্যদিকে ব্রিটিশের আশ্রয়ে ও সাহায্যে হিন্দু সম্প্রদায় সর্ব প্রকার সুবিধা ও সুযোগ আদায় করিয়া বসে। শুধু তাহাই নহে, মুসলমানদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতেও বঞ্চিত করিয়া সর্ববস্বহারা করিয়া দেয়।

পাক ভারতে ব্রিটিশের আগমনের পূর্বে মুসলমানদের শত্রু বলিতে জাতি হিসাবে হিন্দুদিগকেই বুঝাইত। ব্রিটিশ আমলের সূচনা হইতেই ইংরেজ ও হিন্দু সম্মিলিত ভাবে মুসলমানদের সর্বনাশ সাধনে অগ্রসর হইল। মুসলমানগণ তখন নানাভাবে বিপদগ্রস্ত নিঃসহায় ও দুর্বল। মুসলমানগণ চারিদিকে শুধু নিরাশার ঘন অন্ধকার দেখিতেছিল. সুদীর্ঘ কালের যুদ্ধ বিগ্রহে অবসন্ন, পরাজয়ের গ্লানিতে হৃদয় মন আচ্ছন্ন, সমাজ জীবনের আত্মরক্ষাবল বিলীয়মান, বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারায় সংহতির মূল ভিত্তি কম্পিত, আত্ম গৌরবের কাহিনী উর্ণনাভের জালের মত বিপর্য্যয়ের তুমুল ঝড় ঝটিকায় বাতাসে মিলাইয়া গিয়াছে, রাজ সরকারে অফিস আদালতে আর তাহার কদর নাই। এমন প্রতিকুল অবস্থায় মুসলমান স্বভাবতঃ দিশাহারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়! অন্য দিকে হিন্দুজাতীয়তার প্রচার পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে। ইংরেজ পাদ্রীরাও বসিয়া নাই—। সকল রকম লোভ লালসা, চাকুরীর সম্ভাবনা, পদোন্নতি প্রভৃতি আকর্ষণীয় বস্তুসমূহের মাধ্যমে বাইবেলের প্রচার শুরু হইল। হিন্দুরাই বেশীর ভাগ খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল। কোন কোন স্থলে মুসলমানগণও খৃষ্টান ধর্মের ফাঁদে আটকা পড়িল। প্রয়োজনের তাকীদে ইংরাজী শিক্ষার দিকে মুসলমানরাও ঝুঁকিতে বাধ্য হইল। তাহারাও আস্তে আস্তে ইংরাজী কৃষ্টি কালচারের দিকে আকৃষ্ট হইল।

তারপর শুরু হইল স্বাধীনতা সংগ্রাম। মুসলমানদিগকে তাহাদের কৃষ্টি কালচার ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করিতে হইল। পাকিস্তান অর্জিত হইল।

মাত্র বিশ বৎসর হয় ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের ধর্ম কৃষ্টি এবং চিন্তাধারা মুসলমানদের মধ্যে এমনভাবে বদ্ধমূল করিয়া গিয়াছে যে, পাকিস্তান হওয়ার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরেও খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা—তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। শুধু তাহাই নহে, সমাজের একটা বিরাট অংশ বিশেষ করিয়া নূতন শিক্ষিত সমাজ চালচলনে ইংরেজ ভাবাপন্ন হইয়া আছে। হিন্দুদের প্রভাবে মুসলমানগণ হিন্দু ধর্মে দীক্ষা না লইলেও হিন্দুয়ানী-সুলভ সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার, ভীরুতা ও ষড়যন্ত্রপ্রীতি মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছে। তাহাদের কিছু লোক হিন্দুয়ানী বাঙালীত্বকে নিজেদের মুসলিম জাতীয়তার উপরে স্থান দিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছেনা। এতদ সঙ্গে আরও একটি নূতন উপসর্গ দেখা দিয়াছে। তাহা হইল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রবাদ হিন্দুস্তানে ভালরূপ শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। ইহাও অসম্ভব নহে যে, হিন্দুয়ানীর ধ্বংসস্তূপের উপর সমাজতন্ত্র সেখানে একচ্ছত্র শক্তিরূপ দাঁড়াইতে পারে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতেই হিন্দু সমাজে হিন্দু ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধা ও বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছিল। ব্রাহ্ম্য সমাজের আন্দোলন ঐ বিদ্রোহেরই প্রতীক মাত্র। অপৌত্তলিক ব্রাহ্ম সমাজে ইসলাম অংশিক স্বীকৃতি লাভ করে বলিয়া তাহাদের মধ্যে একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হইত। ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে আর অগ্রসর হওয়ার ক্ষমতা ছিল না। অবশেষে হিন্দু জাতীয়তার যুপকাষ্ঠে ব্রহ্ম ধর্ম উহার স্বাতন্ত্র্য বাদ দিতে বাধ্য হয়। ইসলামকে দমিত ও বিধ্বস্ত করার ব্যাপারে হিন্দু জাতীয়তা চিরবৈরীভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছে। মসজিদের সম্মুখে বাদ্য সহ মিছিল পরিচালনা ও গো জবেহ হিন্দুর স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ, হিন্দু রমণীর মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ ইত্যাদি বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া হাজার হাজার তৌহীদবাদী মুসলিম নরনারী, নিরপরাধ শিশু ও বৃদ্ধকে তাহারা হত্যা করিয়াছে। উহার করুণ কাহিনী ইতিহাসের বিষয় বস্তু হইয়া রহিয়াছে। নাৎসীগণ ইহুদীগণকে বিপুল সংখ্যায় হত্যা করিয়াছে বলিয়া জানা যায় কিন্তু ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া দীর্ঘ দিন ব্যাপী লক্ষ লক্ষ নরহত্যার অভিযান পরিচালনার নজীর—ভারতে-যবন বধ যজ্ঞ ছাড়া আর কোথাও দৃষ্ট হইবে না। তাহাদের মনোবৃত্তির ক্রমঃ অধোগতিই পরিলক্ষিত হইতেছে। স্বাধীনতা অর্জনের পর তাহাদের শক্তি বহুগুণে বর্ধিত হওয়ার ফলে মুসলিমবিনাশী পরিকল্পনা অধিকতর ব্যাপক ও মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। লাহোর শিয়ালকোটের রণ প্রান্তরে লাঞ্ছিত হওয়ার পর তাহারা রকেট, এটম বোমা ইত্যাদির আবিষ্কার অপরিহার্য্য মনে করিতেছে—শুধু পাকিস্তানকে ভারতের অখণ্ডতা বিধানের কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে। হিন্দু জনসঙ্ঘ ও অন্যান্য দল গুলির এক মাত্র কর্মসূচীই পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পর মুসলমানদের অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া দেওয়া। এক শ্রেণীর আধুনিক আশাবাদী রহিয়াছেন যাহারা মনে করেন যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্থার কল্যাণে কোনও রাষ্ট্রের—সে যত ক্ষুদ্রই হউক অস্তিত্ব নষ্ট হইবে না। ইহাদের এখনও পূর্ণ জ্ঞানোদয় হয় নাই। চোখের উপর যে সকল ভয়াবহ অশান্তি পৃথিবীময় ছড়াইয়া আছে, তাহার কোনও সুরাহা মীমাংসা আন্তর্জাতিক বিশ্ব সংস্থা দ্বারা সাধিত হইতেছে না কেন? বড় শক্তি গুলিই বিশ্বসংস্থার উপর অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। সেজন্যই কোনও সমস্যার মীমাংসা হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, বরং সমস্যা বাড়িবে। ভারত জোর করিয়া কাশ্মীর, মানভাদার, জুনাগড় দখলে রখিয়াছে। সীমান্তে অব-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্থিত বিরোধমূলক এলাকাগুলির মীমাংসা করিতেছে না, বিশ্বসংস্থাকে উপেক্ষা করিয়া টাল বাহানায় সময় কাটাইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য ত এই যে, অদূর ভবিষ্যতে তাহারা এমন শক্তির অধিকারী হইবে যাহার সম্মুখে পাকিস্তান টিকিয়া থাকিবে না বলিয়া তাহারা ধরিয়া লইতেছে। এই বিরাট পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্যই তাহারা ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারীকে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে মৃত্যু বরণ করিতে বাধ্য করিতেছে, তবু যুদ্ধায়োজন কমাইতেছে না। বরং অনেক স্থলে বাড়াইতেছে। যুদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোক মারা যাওয়া আর দুর্ভিক্ষে মরাকে তাহারা একই মূল্য দিতেছে। আমরা যত উদারতার কথাই বলি না কেন, তাহাদের পরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতে তাহারা একচুলও ভ্রষ্ট হয় নাই। একদিকে তাহারা আত্মবল বৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে, অন্য দিকে পাকিস্তানে বিভ্রান্তি, আত্মকলহ ও অশান্তি সৃষ্টির কার্য্যে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয়ে এজেন্ট নিযুক্ত রাখিয়া আমাদিগকে ক্রমশঃ হীনবল করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছে। আর আমাদের আদর্শচ্যুত নেতা, শিক্ষিত সমাজ, অধ্যাপক শিক্ষক ও ছাত্র সমাজ বিভ্রান্তির কবলে নিপতিত হইয়া—আত্মকলহ, সন্দেহ, দলাদলি প্রভৃতি জাতীয় সংহতি বিরোধী কাজে কর্মে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে অল্পবিস্তর তৎপর। হিন্দু জাতীয়তার দৃষ্টিভঙ্গী আজ আমাদিগকে রুদ্ধশ্বাস করিয়া মারিবার উপক্রম করিয়াছে। আমাদের স্বদেশী বিভ্রান্ত ভাইবোনদের আশ্রয়ে কুচক্রীদল অজ্ঞাতসারে এমন কাজ করিয়া যাইতেছে যাহা আর গোপন থাকিতেছে না। যাহারা পাকিস্তানের অপকর্মের সমালোচনা করিতেছেন এবং মনে করিতেছেন যে, তাহারা নেতার যোগ্য কাজই করিতেছেন, তাহাদের আশ্রয়ে কুচক্রীদল সরকার বিরোধী মনোবৃত্তি দেশময় গড়িয়া তুলিতেছে। যে সকল নেতা—বিশেষ করিয়া 'প্রগতিশীল' নেতা বিদেশী ভাবধারা প্রবর্তনে আগ্রহান্বিত তাহাদের পিছনে তাহাদের ভক্তগণ ইসলামদ্রোহিতার কর্মসূচী গ্রহণ করতঃ মুসলমান সমাজের ধর্ম, নীতি ও কৃষ্টিকে ধ্বংস করিবার আয়োজন করিতেছে। এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে কতক বর্তমান সরকারের অধীনে ও প্রশ্রয়েও প্রকারান্তরে কাজ চালাইয়া যাইতেছে।

মোট কথা পাকিস্তানের ধ্বংস সাধনের সার্বিক পরিকল্পনায় রাষ্ট্রশক্তিকে এবং তৎসঙ্গে মুসলমানদের ধর্মবলকে নষ্ট করিবার দুরভিসন্ধি বিরাজমান। সরকার বিরোধীদল কোন কোন অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে সরকারের সমালোচনা করিয়া থাকেন। কোন ভুল ত্রুটীর সমালোচনা করা অন্যায় নহে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হইতে বেসরকারী নেতাগণ এবং বর্তমানের সরকারী নেতাগণ মুসলমানদের ধর্মবল বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্তও করেন নাই। বর্তমান সরকার যেটুকু করিতেছেন তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সামান্য।

ভারতের হিন্দু শক্তি পাকিস্তানের উপর হিন্দু ধর্মের নামে কিছু করিতে পারিবে না। এখানে তাহাদের মুখোশ সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রবাদ প্রচারের ভূমিকায় ভারতীয় শক্তি এখানে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিতেছে। তাহার একটু বহিপ্রকাশ হইতেছে তথাকথিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে। হিন্দু কৃষ্টি শ্মশানমুখী। রবীন্দ্র সাহিত্যও প্রতিমাকেন্দ্রিক। মুসলমান এই সকলকে শেরকের তুল্য মনে করিয়া থাকে।

ভারতের অধিকাংশ হিন্দু তাহাদের ধর্মে আস্থা রাখে না। তাহারা সমাজতন্ত্রবাদী দলে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দীক্ষা লইতেছে। তাহারা এমন এক যুক্ত মতবাদের বশবর্তী যাহার একটি হিন্দু জাতীয়তা অন্যটি সমাজতন্ত্রবাদ। উভয়টিই ইসলামের ধর্ম নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। হিন্দু জাতীয়তা মুসলমানের পাকিস্তানকে যেমন কুক্ষিগত করিতে চাহিতেছে, তেমনি সমাজতন্ত্রবাদ দ্বারা মুসলমানের বৈশিষ্ট্য ইসলামকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। অতি শীঘ্র হয়ত আমরা দেখিতে পাইব ভারতে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে। তখন সমাজতন্ত্রবাদের আওতায় পরিবেষ্টিত অবস্থায় পাকিস্তান কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? বোখারা খীবা সমরখন্দ কাজাকিস্তান যে পরিস্থিতিতে রুশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল পাকিস্তানও কি তাহাই করিবে? ইসলাম ত্যাগ করিলে কোন কথাই উঠিবে না। মাথাও থাকিবে না, মাথায় ব্যথাও থাকিবে না। কিন্তু যাহারা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ রক্ষা করিতে চায় তাহাদের কর্তব্য কি? শুধু রাষ্ট্র শাসন মামুলী রকমে চালাইয়া গেলে এবং গদি রক্ষা ও স্বার্থ সুবিধা লইয়া কলহ করিলেই কি চলিবে?

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর যাহারা রাষ্ট্র পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহাদের পথে অসুবিধাও ছিল অনেক এবং ব্যক্তিগত চারিত্রিক ত্রুটীও ছিল অনেক। ইসলামী শিক্ষার প্রবর্তন তাহারা করেন নাই—উহারই অশুভ পরিণতি বর্তমানে শোচনীয়তম পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে। ১৯৫৮ সনের বিপ্লবে দেশ ও জাতি আশু বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং আর্থিক উন্নয়নের পথে অনেক দূর অগ্রসর হইতেছে। সরকারের উৎসাহে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হইতেছে। তাহা সত্বেও তাহারা সকল দিক লক্ষ্য করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। বরং তাহাদের শক্তির একচ্ছত্র-তার আড়ালে সরকারী বেসরকারী শিক্ষিত সমাজে ইসলামের প্রতি উপেক্ষার ভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হইতেছে এবং গোটা সমাজ-কাঠামোটাই ভিন্নরূপে গড়িয়া উঠিতেছে। সরকারের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সমর্থন ও অনুমোদনে নীতিহীনতা ব্যাপকভাবে বর্ধিত হইয়া সামাজিক অধঃপতন ডাকিয়া আনিতেছে।

পাকিস্তানের গৌরব সর্ব্বত্র বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা। কিন্তু যে জাতির লোক শালীনতা-বর্জিত পোষাক পরিধান করিয়া চলে, বুঝিতে হইবে সে জাতি সত্যিকার জাতীয়তা কি তাহা এখনও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বিলাতী অর্ধোলঙ্গ পোষাকে সাজাইয়া ছেলেমেয়েকে স্কুল কলেজে গমনের অনুমতিদান জাতীয় উন্নয়নের চমৎকার নমুনাই বটে। এখন যাহারা অবসরপ্রাপ্ত হইয়া প্রৌঢ়ত্ব ও বার্দ্ধক্যের পথে পা বাড়াইয়াছেন তাহারাই আধুনিকতা ও প্রগতি বিলাসিতার প্ররোচণা যোগাইতেছেন। তাহার প্রধান কারণ ইহারা বিলাতী রূপ ও মার্কিণী ভাবের হকার। মোটা সরকারী পেনশন পাইয়া ইহারা অতি স্বচ্ছন্দে বিলাতী ঠাঁট বজায় রাখিতেছেন! তাহারা আনন্দ পান নিজেদের সন্তান সন্ততিকে বিলাতী ভাবে চলিতে দেখিতে। স্বামী-স্ত্রী ও যুবক-যুবতীদিগকে শালীনতাবিহীন পোষাকে চলাফেরা করিতে সর্বত্রই দেখা যায়। ইহারা কোন প্যাটার্ণের জাতি গড়িতে চায়? এই শ্রেণীর নেতাই পাকিস্তানের রাষ্ট্র শাসনের পদগুলি অধিকার করিয়াছিল বলিয়াই এ পর্য্যন্ত ইসলামী শাসন প্রবর্তিত হয় নাই। অদূর ভবিষ্যতে হইবে সে আশাও করা যায় না। জনাব গবর্ণর সাহেব বহু ইসলামী বক্তৃতাই করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহার ইসলামী পোষাক তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারী-গণের মধ্যেই রূপায়িত হইতে দেখা যায় না কেন?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

জালাল উদ্দীন আহমদ

ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব

বিশ্বের কোটি কোটি মানব সন্তানের আদি পিতামাতা হযরত আদম (আঃ) ও বিবি হাওয়া। আদি পিতামাতার কয়েক জোড়া সন্তানের বংশধরেরাই কালচক্রের আবর্তনে বাড়তে বাড়তে বর্তমান বিশ্বের কোটি কোটি মানুষে পরিণত হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্মে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন জাতি ও ধর্মে বিভক্ত হলেও প্রকৃত পক্ষে সকলেই সেই আদি পিতামাতার সন্তান এবং একে অপরের ভাই। প্রথমে আদম সন্তানগণ অপূর্ণ ইসলাম ধর্মেরই অনুসারী ছিলেন। তখন তাদের ভিতর ভ্রাতৃভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। একে অপরের সুখ দুঃখের সমভাগী ছিল। কিন্তু আদম শত্রু আযাযীল সেই ভ্রাতৃ-বন্ধন ছিন্ন করতে উঠে পড়ে লাগল। হাবিল ও কাবিলের মধ্যে শত্রুতা বাধিয়ে দিল। কাবিল হাবিলকে হত্যা করল। ভ্রাতৃ-ভাব বিনষ্ট হল। আদম সন্তানদের ভিতর দেখা দিল কলহ কোন্দল, রক্তারক্তি, খুনাখুনি, যুদ্ধ বিগ্রহ। অশান্তিতে ভরে গেল দুনিয়া। আল্লাহ তা'লা তার প্রিয় সৃষ্টি আদম সন্তানদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য যুগে যুগে পাঠাতে লাগলেন রসুল, নবী—পয়গাম্বর। নবীদের উপদেশে আদম সন্তানগণ সাময়িক ভাবে হেদায়ত গ্রহণ করল। শান্তির হাওয়া বইতে লাগল। কিন্তু তা স্থায়ী রইল না, আল্লাহ তালার সৃষ্টি রহস্য বোঝা দায়। পৃথিবীতে সৃষ্টি হল বিভিন্ন ধর্মমত ও বিভিন্ন জাতি। ফলে জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে আরম্ভ হল রেষারেষি। আদম সন্তানগণ ভুলে গেল যে, তারা একই আদমের সন্তান, পরস্পর ভাই ভাই! প্রেম প্রীতি ও ভ্রাতৃ ভাবের কোন লেশ রইল না তাদের ভিতর। যে প্রাণ একদিন ভ্রাতার দুঃখে কেঁদে উঠত, ভ্রাতার উপকারে পরিতৃপ্তি লাভ করত; সে প্রাণ ভ্রাতার শোণিত পাতে উঠল মত্ত হয়ে। এমনি কলহ কোন্দলের ভিতর দিয়ে কেটে গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী।

মহান আল্লাহ তাঁর সাধের সৃষ্টি আশরাফুল মখলুকাত আদম সন্তানদের কলহ কোন্দলের জন্য ফেরেশতামণ্ডলীর নিকট নিজেকে লজ্জিত করতে চাইলেন না। তাই তিনি তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার জন্য আদম সন্তানদের ভিতর ধর্ম ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পুন স্থাপনের জন্য ৫৭১ খৃষ্টাব্দে পূর্ণতম চরিত্রের অধিকারী মানবত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ মহা ভ্রাতৃভাব-সংস্থাপক হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে ইসলাম তৌহিদ, সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সওগাত সহ প্রেরণ করলেন দুনিয়াতে। মহানবী তৌহিদের বাণীর সঙ্গে সঙ্গে আদম সন্তানদের কাছে পৌঁছে দিতে লাগলেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের দাওয়াত। শতধায় বিভক্ত বিবাদমান আরব গোত্রগুলির মধ্যে তিনি প্রচার করলেন, "মানুষ মানুষের ভাই। আরবদের উপর আজমবাসীর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আজমবাসীদের উপর আরববাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কাল আদমীর উপর শাদা আদমীর শ্রেষ্ঠত্ব অথবা শাদা আদমীর উপর কাল আদমীর শ্রেষ্ঠত্ব নাই। সকলেই এক আদম হইতে সৃষ্ট আর আদমের পয়দায়েশ মাটি থেকে।"

মহানবীর (সঃ) প্রচারের পথ প্রথমে অতি দুর্যোগময় ও অতি বিপদসংকুল ছিল। ধর্মবিবর্জিত মক্কাবাসীগণ মহানবীকে নানাভাবে অমানুষিক কষ্ট দিতে লাগল। মানব দরদী দীনের নবী তাতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাগান্বিত হননি; অধৈর্য্য হননি। বরং বলেছেন, "প্রভু গো আমার ভাইয়েরা আমাকে চিনতে পারেনি, আমার কথা হয়ত তারা বুঝতে পারেনি। পাপে পাপে তাদের হৃদয় কলুষিত হয়ে গেছে। তাদের হৃদয়ের কালিমা দূর করে দাও। তোমার অভিপ্সীত ধর্মে তাদের মন ফিরাও।" তায়েফবাসীর পাশবিক নির্মম প্রহারে দীনের নবীর নূরানী দেহ মোবারক ক্ষত বিক্ষত; সর্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত; পদনিম্নে মক্কার বালি শোণিতাক্ত। তবু দয়ার নবী ভ্রাতৃবৎসল ও ক্ষমাসুন্দর চিত্তে বলেছেন, "হে আমার দয়াল প্রভু! আমার ভাইয়েরা আমায় চিনতে পারেনি, তাদের প্রতি কোন গজব নাজেল করোনা, খোদা! কারণ তারা জানে না, বুঝে না।"

দশ সহস্র অনুচর সহ মহানবী (সঃ) চলেছেন মক্কা বিজয়ে। চির শত্রু আবু সুফিয়ান প্রমাদ গণল, নিরুপায় হয়ে মহা নবীর শিবিরে এসে ক্ষমাভিক্ষা করল। দয়ার নবী ক্ষমার হস্ত প্রসারিত করে ইসলামের ঘোরতর শত্রুকে আলিঙ্গন দিলেন। (?) বিনা দ্বিধায় তাকে ক্ষমা করলেন। মক্কা জয় করে মহানবী মক্কা-বাসীদিগকে বললেন, "তোমরা আমার ভাই। আমি প্রতিশোধ নিতে আসিনি। আমি এসেছি তোমা-দিগকে আল্লাহর পথে ডাকতে, পরস্পর কে মহা ভ্রাতৃত্বের প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে।" পরশ মাণিকের পরশে যেমন সব বস্তু স্বর্ণে পরিণত হয়, মহামানব দয়ার নবীর মধুমাখা প্রীতি সম্ভাষণে তেমনি চির শত্রু মক্কাবাসীদের হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল। ইসলামের অমিয় স্বাদ গ্রহণ করে, কোরানের রজ্জুতে আবদ্ধ হয়ে চির বিবাদমান আরব গোত্রগুলি এক মহা ভ্রাতৃবৎসল জাতিতে পরিণত হল। কোরআন ও ইসলামের বদৌলতেই সদা আত্ম-কলহে লিপ্ত আরববাসী তাদের যুগ যুগান্তরের শত্রুতা ত্যাগ করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত হল। চিরতরে বিসর্জন দিল কুলীন অকুলীনের ভেদাভেদ। দুনিয়ার কলহ-বিবাদ-কেন্দ্র আরব ভূমি পরিণত হল মহা ভ্রাতৃত্বের মহা শান্তি কুঞ্জে। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম বলেই উম্মতে মোহাম্মদীয়গণ দুনিয়ার মুসলমানকে ভ্রাতা বলে আলিঙ্গন দিল। নিজকে অপরের জন্য অকাতরে বিলিয়ে দিল।

মসজিদে নববী নির্মাণের পর মহানবী (দঃ) মক্কার মুহাজির ও মদিনার আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করলেন। তিনি তাঁর প্রিয় বাণীতে বললেন; "হে মদিনার মুহাজিরগণ, প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই। কাজেই তোমরা একে অপরের ভাই।" মহানবীর (দঃ) আদেশে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে রক্ত সম্বন্ধের উর্ধে ধর্মের ভিত্তিতে এক অপূর্ব ভ্রাতৃ-বন্ধন স্থাপিত হল। জগতের ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই।

প্রাক-ইসলাম বা অন্ধযুগে আরবে জঘন্য আকারে কৃতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রভুরা কৃতদাস-দের প্রতি অমানুষিক ও পাশবিক অত্যাচার করত। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত বেলালের প্রতি তার প্রভু বর্ণনাতীত অত্যাচার আরম্ভ করল। দয়ার নবীর কোমল হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)কে আযাদ করার জন্য হযরত আবুবকর (রাঃ) কে আদেশ করলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) বহু টাকার বিনিময়ে হযরত বেলাল (রাঃ) কে আযাদ করলেন। মহানবী সঃ দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং পথ নির্দেশ করে গেলেন। পশুর জীবন হতে মানুষকে মুক্তি দিলেন। মক্কা জয়ের পর তিনি কৃতদাস যায়েদের পুত্র ওসামার সংগে একই উটে চড়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। প্রভু ভৃত্যের একত্র সমাবেশ দেখে সকলে স্তম্ভিত হল। বিদায় হজে মহানবী সঃ আরাফাতের ময়দানে লক্ষাধিক জনসমাবেশে ভাষণ দান করলেন। "মনে রাখিও, প্রত্যেক মুসলমান ভাই ভাই। ছোট বড়র ভেদাভেদ নাই। আল্লাহর নিকট সকলেই সমান। নারীর উপর পুরুষের যেরূপ অধিকার পুরুষের উপর নারীরও সেইরূপ অধিকার। যদি কাফ্রি কৃতদাসও তোমাদের নেতা হয় তাহার আদেশ অমান্য করিও না। দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিবে। ভুলিও না তাহারাও তোমাদের মতই মানুষ।"

এককালের ইসলামের পরম শত্রু হযরত ওমর (রাঃ) ইসলামের অমিয় সুধা পান করে পরবর্তী যুগে ইসলামের পরম সেবক হয়েছিলেন। মহাভ্রাতৃত্ব পণে আবদ্ধ হয়ে মানুষের সেবায় নিজকে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক মানুষ ভাই ভাই। এজন্যই দরিদ্র বিধবার অনাহারে গভীর রাত্রিতে স্বীয় স্কন্ধে বহন করেছিলেন ময়দার বস্তা। জেরুজালেমের পথে ভৃত্যকে উটের পিঠে উঠায়ে নিজে রশি ধরে অতিক্রম করেছিলেন তপ্ত মরুর দুস্তর পথ। বহু বিস্তীর্ণ ইসলামী সাম্রাজ্যের খলিফা হয়েও দরিদ্র ভাইদের দুঃখের কথা স্মরণ করে খর্জুর পাতার গৃহে কাটিয়েছেন তিনি বিনিদ্র রজনী।

ইসলামের অনুসারীদের হৃদয়ে আজও ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন বিদ্যমান। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসানে মিত্রশক্তি তুরস্কের রাজ্য ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। তুরস্কবাসীর সেই দুঃখের ঢেউ এসে লাগল পাক-ভারতের মুসলিম ভাইদের হৃদয়ে। রুখে দাঁড়াল তারা বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (শওকত আলী, মোহাম্মদ আলী) নেতৃত্বে গঠন করল তারা খেলাফত আন্দোলন। হাজার হাজার মুসলমান প্রেরিত হল জেলখানায়।

পাক-ভারতের দশ কোটি মুসলমানের মুক্তির জন্য স্বাধীন আবাসস্থল প্রতিষ্ঠার জন্য কেঁদে উঠল মহাপ্রাণ কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নার হৃদয়। নিজের সুখ শান্তি আরাম আয়েশ বিসর্জন দিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মসাগরে। আপ্রাণ চেষ্টায় অর্জন করলেন দশ কোটি মুসলিম ভ্রাতার জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তান। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারত কর্তৃক অন্যায় আক্রমণে পাকিস্তানের দশকোটি ভ্রাতার জন্য সাড়া দিল মুসলিম জাহান। আরব হতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত জ্বলে উঠল দীন ইসলামের 'লাল মশাল'। ভ্রাতার দুর্দিনে ভ্রাতার আহ্বানে সাড়া দেওয়ার নজির দেখে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইসলামের মহান আদর্শ দেখে শত্রুর সবল বাহু দুর্বল হয়ে গেল। মুসলিম বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের কি অপূর্ব নিদর্শন!

আজ দিন এসেছে সেই ভ্রাতৃত্বের সুমহান ছবিকে মুসলিম সমাজে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং দুনিয়ার সামনে এই অতুল্য ভ্রাতৃত্বের অমোঘ শক্তির পরিচয় নূতন করে তুলে ধরতে।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে কল্যাণ, শান্তি ও অগ্রগতির পথে আহ্বান করছেন। আর মানুষেরও চরমকাম্য তাই। কিন্তু যে পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও একতার বন্ধন সুদৃঢ় হয়, আশরাফ-আতরাফ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, কাল-সাদা প্রভুভৃত্য উন্নত-অনুন্নতের প্রাচীর ভেঙ্গে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত এ কামনা হাসেল হওয়া সম্ভব নয়। দুনিয়াতে ইসলামই একমাত্র যোগসূত্র এবং কুরআনই এমন রজ্জু, যাহা সমস্ত ভেদাভেদকে দূর করে বিশ্বের সমস্ত মানব সন্তানকে একসূত্রে আবদ্ধ করতে ও ভ্রাতৃপ্রেম উপলব্ধি করাতে সক্ষম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাঙ্গালী ও রবীন্দ্রনাথ

(১৮০-এর পাতার পর)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে 'বাঙালী পলটন' যেমন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তেমনি পাক-হিন্দ উপমহাদেশ দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হইবার সময় ইংরাজ প্ররোচিত সেই বাঙালী সমাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। 'পূর্ববংগ ও আসাম' প্রদেশ গঠিত হইলে যেমন বাঙালী বাবুগণ এক যোগে তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য ও দুই বাংলা একত্রিত করিবার জন্য আওয়াজ তুলিয়াছিল, তেমনি পাকিস্তান গঠিত হইবার সময় সেই বাঙালী বাবুগণ এক যোগে বাঙলা দেশ বিভক্ত করিবার জন্য আওয়াজ তুলিয়াছিলেন। কারণ মুসলমানকে যতটা বোকা ভাবা হইয়াছিল, ততটা বোকা আর তাহারা নাই; বাবুদিগের ঠেলা ধাকায় তাহারা হুশিয়ার হইয়াছে। আজ যদি ওপার হইতে দুই বাঙলাকে একত্র করিবার জন্য তাহারাই আওয়াজ তোলে এবং দুই বাঙলা একত্র করিবার রবীন্দ্র সঙ্গীত "বাঙলার মাটী, বাঙলার জল" ইত্যাদি কোরাস গাহে, তবে সেই সঙ্গীত কি এখানেও সমস্বরে গীত হইতে থাকিবে? মুসলমানেরা ত' ব্রধারে বাঙলা ভাগ করিবার পক্ষপাতি ছিলেন না। বাবুরা যখন বাঙলাকে ভাঙ্গিয়াছেন, তখন তাহারা আর কেন এক করিবার ধূয়া ধরেন। ইহাতে কোন্ রহস্য নিহিত আছে? তাহা কি আমাদের অপোগণ্ডেরা এখনো বুঝিবে না?

রবীন্দ্রনাথ যে গীতে ইংলণ্ডেশ্বরের বন্দনা গাহিয়াছিলেন এবং নাইট খিতাব লাভ করিয়াছিলেন, সেই গীত হিন্দুস্তানের জাতীয় সঙ্গীত। এখানেও সেই বাঙালী ধর্ম অবলম্বীরা খিতাব লাভ করিতেছেন এবং পাকিস্তান বিরোধী সঙ্গীত গাহিত রাখিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। স্বাধীনতা লাভ করিবার পরও সেইরূপ 'ডুডও খাইব, শরাব ও খাইব' নীতি অর্থাৎ বাঙালী নীতি এখনো চলিতে থাকিবে কি? তবে আর স্বাধীনতার দাম কি?

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্ন : আমার স্বামী মারা গিয়াছেন। আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় মহব্বত ছিল। তাঁকে ভুলিতে পারি না। আমার হৃদয়ের একান্ত বাসনা আমার মৃত্যুর পর বেহেশ্‌তে তাঁর সাহচর্য লাভে ধন্য হই। আমার বয়স এখনও কুড়ির নীচে। সুতরাং আমাকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করা হইতেছে। হয়ত তাহা গ্রহণ না করিয়া আমার গত্যন্তর থাকিবে না। এখন প্রশ্ন এই যে, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিলে আমার মৃত্যুর পর আমার উপরোক্ত বাসনা (প্রথম স্বামীর সাহচর্য লাভ) পূর্ণ হইবে কি না ?

—তর্জুমানের জনৈকা পাঠিকা।

উত্তর : আপনার প্রশ্নটি আপনার একার সমস্যা নয়। আপনার অবস্থায় পতিত উহা নারী মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা। আপনার পূর্বেও ঠিক এই অবস্থায় অনেক স্বামী-শোকাতুরা নারীর মনে অনুরূপ প্রশ্ন দোলা দিয়াছে, বিরহ কাতরা নারী-হৃদয়কে ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে এবং পারলৌকিক জীবনে প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনাকাঙ্খায় অধীর করিয়া রাখিয়াছে। ভবিষ্যতেও এরূপ হইবে।

ইসলামী শরীঅত একটি পূর্ণ জীবনব্যবস্থা। সুতরাং মানব জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান শরীঅতের ভিতর পাওয়া যায়। কোনটি স্পষ্টভাবে, কোনটি ইঙ্গিতে। আপনার প্রশ্নের সরাসরি সমাধান একটি হাদীসে পাওয়া যায় যদিও হাদীসটি সিহাহ সিত্তার কোন হাদীস গ্রন্থে নাই—আছে তাবারানী হাদীস গ্রন্থে। তাবারানী কবীর ও আওসাত দুষ্প্রাপ্য—অমুদ্রিত গ্রন্থ। তবে সংশ্লিষ্ট হাদীসটি হাফেয ইবনে কাইয়েম তদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ هادى الارواح الى بلاد الافراح مع اعلام الموقعين • এ'লামুল মুওয়াক্কেয়ীন এর সহিত একত্রে ছাপা "হাদিল্ আরওয়াহ্ ইলা বিলাদিল আফ্‌রাহ্' ১ম খণ্ড ৩৭২-৬৩ পৃষ্ঠায় সনদসহ সঙ্কলিত হইয়াছে। হাদীসটি এই :

عن ام سلمة قالت يارسول الله المراة منا تتزوج زوجين او ثلاثة او اربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها من يكون زوجها ؟ قال يا ام سلمة انها تخير فتختار احسنهم خلقا فتقول اى رب ان هذا كان احسنهم معى خلقا فى دار الدنيا فزوجنيه •

"মুসলিম জননী ও নবী-সহধর্মিণী হযরত উম্মে সলমা হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে কোন নারীর পর পর ১ম, ২য়, ৩য় অথবা ৪র্থ বার বিবাহ হয়, তারপর উক্ত মহিলাটি মারা যায় এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশ করে—আর তার ৪ জন স্বামীও তার সঙ্গে বেহেশ্‌তে দাখিল হয়, এখন উক্ত ৪ জনের মধ্যে বেহেশ্‌তে কোনজন হইবেন তার স্বামী ?

www.ahlehadeethbd.org

রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সেই মেয়েটিকে এখতিয়ার দেওয়া হইবে। ফলে স্বভাব চরিত্রে যে ছিল সর্বোত্তম তাহাকেই সে বাছিয়া লইবে। মেয়েটি বলিবে, প্রভু হে! আমার এই স্বামিটি ছিলেন পার্থিব জীবনে স্বভাব চরিত্রে সর্বোত্তম। সুতরাং তার সঙ্গে আমাকে মিলিত করিয়া দিন।"

এই হাদীসটি তাবারানীর বরাতে মাজমাউয্ যাওয়ায়েদে দুই স্থানে (৭) ১১৯ পৃঃ ও (১০) ৪১৮ পৃঃ এবং ঐ একই বরাতে তফসীর ইবনে কাসীর (মাআলিমুত্ তান্‌যীলসহ) (৮) ১৯২ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হইয়াছে।

প্রশ্ন ঃ আমি আমার এক সন্তানের জন্মের পূর্বে একটি উট কুরবানীর মানত করিয়াছিলাম। যখন মানত করিয়াছিলাম তখন দেশে উট পাওয়া যাইত, কিন্তু সন্তান জন্মের পর দেশ ভাগ হওয়ায় আর উট পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং এখন পর্যন্ত আমার মানত পূর্ণ করিতে পারি নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, এই মানতী উটের পরিবর্তে অন্য কোন পশু কুরবানী করা সিদ্ধ হইবে কি না? সিদ্ধ হইলে এই উটের পরিবর্তে কয়টি গরু বা ছাগল কুরবানী করিতে হইবে? কোন পশুই কুরবানী না করিয়া উটের মূল্য ধরিয়া সেই পরিমান টাকা মসজিদ নির্মাণ কার্যে ব্যয় করা চলিবে কিনা?

মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম সরকার,
সেরুডাঙ্গা, রংপুর ঃ

উত্তর ঃ—মানতকে শরীঅতের পরিভাষায় নযর বলা হয়। কোরআন মজীদের সূরা আদ্‌দাহরে মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

يوفون بالنذر

"অর্থাৎ তাহারা নযর পুরা করিয়া থাকে।"

কোন সৎ কার্য্যের নযর করা হইলে সেই নযর পুরা করা কর্তব্য। বিভিন্ন রেওয়ায়ত সূত্রে বর্ণিত হাদীস শরীফেও এই কর্তব্যের প্রতি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। আবূ দাউদ শরীফের باب ما يؤمر به من وفاء النذر শীর্ষক পরিচ্ছেদে কারদাম ইবন সুফয়ান ইবন আবান সকফীর প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন ঃ

يا رسول الله اني نذرت ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على بوانة عدة من الغنم خمسين... قال... فاوف بما نذرت به لله •

"হে আল্লার রসূল! আমি নযর (মানত) করিয়াছি যে, যদি আমার পুত্র সন্তান হয় তবে আমি বুওয়ানা নামক স্থানে পঞ্চাশটি ছাগল জবহ করিব (ঐ স্থানে প্রতিমা পূজা বা শির্কী কার্য্যকলাপ হয় না বলিয়া অবগত হওয়ার পর) রসূলুল্লাহ সঃ বলিলেন, তুমি আল্লার ওয়াস্তে যাহা নযর মানিয়াছ তাহা পুরা কর।" তারপর তিনি তথায় ছাগলগুলি জবহ করিলেন। * ইহা দ্বারা স্পষ্ট ভাবেই জানা যায় যে, কুরবানীর জন্য নযর মানার পর কুরবানী না করিয়া সেই পশুর মূল্য দ্বারা অন্য কোন কাজ করা বৈধ নহে এবং ইহাই শরীঅতের বিধান। যাহা নযর মানা হইয়াছে তাহাই পূর্ণ করার জন্য হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

* আউনুল মা'বুদ (৩) ২৩৭ পৃষ্ঠা, সুনানুল কুবরা বয়হকীতেও অনুরূপ মর্মে (১০) ৮৩—৮৪ পৃষ্ঠায় হাদীস রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এখানে প্রণিধানযোগ্য কথা এই যে, যদি শরী অত বিগর্হিত কাজে মানত করা না হয় তবে সেই মানত যে পুরা করিতেই হইবে তাহাতে সংশয়ের অবকাশ নাই। অপর এক হাদীসে কোন ব্যক্তি হজ্জ করার নযর মানিয়া মৃত্যু বরণ করিলে ওয়ারিসগণকে মৃত ব্যক্তির তরফ হইতে হজ্জ সমাধা করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—উহাতে হজ্জে ব্যয়িতব্য অর্থ অন্য কোন সৎকাজে ব্যয় করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। সুতরাং এখানেও উটের মূল্য ধরিয়া সেই টাকা মসজিদে বা অন্য কোন সৎকাজে ব্যয় করার অনুমতি দেওয়ার উপায় নাই।

এক্ষণে কুরবানীর জন্য উট না পাওয়া গেলে উটের অভাবে কোন্ পশু কুরবানী করিয়া মানত বা নযর পুরা করিতে হইবে সে সম্বন্ধে পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস বিদ্বানগণের উক্তি ও অভিমত নিম্নে সঙ্কলিত হইতেছে।

প্রথম অভিমত

যে ব্যক্তি নিজের উপর উট কুরবানীর নযর মানিয়াছে সে যদি উট না পায় তবে গরু কুরবানী করিবে, আর গরুই উটের নিকটতম পশু। ইমাম মালেক হইতে বর্ণিত রেওয়ায়তে উক্তরূপ অভিমতের সমর্থন পাওয়া যায়। অনুরূপ মন্তব্য করিয়া ইবনুল মুসাইয়েব, খারেজা ইবন যায়েদ এবং সালিম ইবন আবদুল্লাহ প্রমুখ তাবেয়ীগণের একটি জামাআত বলিয়াছেন যে,

ان لم يجد بدنة فبقرة

অর্থাৎ যদি উট না পাওয়া যায় তবে উটের পরিবর্তে গরু কুরবনী করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অভিমত

উট না পাওয়া গেলে উটের পরিবর্তে সাতটি ছাগল জাতীয় পশু কুরবানী করিতে হইবে। কেননা

البدنة تعدل سبعة من الغنم

একটি উট ৭টি ছাগলের সমতুল্য। আতা ইবন আবী রিবাহ, তাউস, আমের, শাবী, আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ, অপর এক রেওয়ায়ত মুতাবিক ইমাম মালিক, সালিম, খারিজা এবং অন্যান্য তাবেয়ী বিদ্বানগণ হইতেও অনুরূপ উক্তি বর্ণিত হইয়াছে। দেখুন, আলমুদাওওয়ানাতুল কুবরা ঃ (৩) ৮৯—৯০ পৃষ্ঠা।

ফতোয়ার বিখ্যাত কিতাব 'মুগনী' গ্রন্থে উপরোক্ত দুই রকম পশুর যে কোন রকম পশু কুরবানী করার এখতিয়ারের উল্লেখ রহিয়াছে। মুগনী গ্রন্থের (১১) ৩৫৩—৩৫৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে ঃ

لان النذر محمول على معهود الشرع وقد تقرر في الشرع ان البقرة تقوم مقام البدنة وكذلك سبع من الغنم لانها تعينت هديا شرعيا والهدى الشرعي له بدل •

"যেহেতু শরীঅতের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা মুতাবিক নযর পুরা করিতে হইবে আর শরীঅতে গরু উটের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে কাজেই উটের পরিবর্তে গরু কুরবানী করা যাইবে। অনুরূপভাবে সাতটী ছাগলও উটের পরিবর্তে কুরবানী করা যাইতে পারে, কেননা উহা শরীঅত সম্মত কুরবানীর পশু বলিয়া নির্দেশিত হইয়াছে; আর শরীঅত সম্মত কুরবানীর পশু একটি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কে না পাওয়া গেলে অপরটিকে উহার বদলে ব্যবহার করা যাইবে।

উপরোক্ত তথ্য হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইতেছে যে, উট দুষ্প্রাপ্য হইলে উহার পরিবর্তে একটি গরু অথবা সাতটি ছাগল কুরবানী করিতে হইবে। সুতরাং উট কুরবানী করার নযর মানার পর উট দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এখন জিজ্ঞাসাকারী ব্যক্তি উটের পরিবর্তে একটি গরু অথবা সাতটি ছাগল কুরবানী করিয়া তাহার নযর পুরা করিয়া লইবেন।

উপরে ৩ জায়গায় একটি উটের পরিবর্তে ৭টি ছাগলের কথা বলা হইয়াছে। একটি সাধারণ ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, একটি গরু ৭টি ছাগলের সমান এবং একটি উট ১০টি ছাগলের সমান। এই ধারণার কারণ এই যে, হাদীসের কোন কোন রেওয়ায়তে দেখা যায় যে, ৭ জনের পক্ষ হইতে ১টি গরু ও ১০ জনের পক্ষ হইতে একটি উট কুরবানী করা যায়। কিন্তু উক্ত রেওয়ায়ত অপেক্ষা গরু ও উট উভয়ই ৭ জনের পক্ষ হইতে দেওয়ার রেওয়ায়ত সনদের দিক দিয়া অধিক বিশ্বস্ত। শেষোক্ত রেওয়ায়ত সহীহ মুসলিমে রহিয়াছে এবং মুসলিমের হাদীসের গুরুত্ব সুপরিজ্ঞাত। অপরপক্ষে পূর্বোক্ত ১০ জনের পক্ষে উট কুরবানীর হাদীস সুনানের রেওয়ায়ত এবং উহার ত্রুটীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইমাম বয়হকী তদীয় সুনানে (৫) ২৩৬ পৃঃ এবং হাফিয যহবী তলখিসুল মুসতাদরক (৬) ২৩০ পৃষ্ঠায় প্রমাণ করিয়াছেন যে, গরুর ন্যায় উটের কুরবানীও ৭ জনের পক্ষে দেয়।

আর একটি কথা এখানে স্মরণযোগ্য যে, আরব দেশে গরু এবং উট প্রায় সমমূল্যে ক্রয় বিক্রয় হয়। কিন্তু আমাদের দেশে উট পাওয়া গেলেও উভয়ের মূল্যে বহু তারতম্য দৃষ্ট হয়। সুতরাং উটের পরিবর্তে গরু কুরবানী দিতে হইলে উটের মূল্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বেশী দামের গরু কুরবানী দিতে হইবে নতুবা ৭টি ছাগল কুরবানী দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হইবে।

والله اعلم بالصواب

www.ahlehadeethbd.org

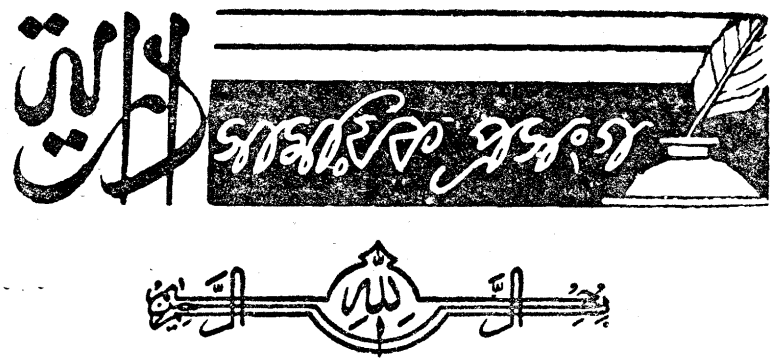

তাওহীদ ও পৌত্তলিকতা

পৃথিবীতে বর্তমানে যতগুলি ধর্ম প্রচলিত রহিয়াছে সেগুলির সহিত ইসলামের প্রধানতম পার্থক্য হইতেছে তাহার তাওহীদ বা একত্ববাদ।

দুনিয়ার বুকে এই একত্ববাদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে স্বীয় প্রতিনিধিস্বরূপ হাজার হাজার নবী রসুলকে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐসব মহাপুরুষগণের হুকুম আহকামের মধ্যে স্ব স্ব যুগের চাহিদা অনুসারে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও তাঁহাদের মূলনীতি—তাওহীদ বিষয়ে কোন প্রকার মতভেদ বা পার্থক্য ছিল না। তাঁহারা সকলেই সমস্বরে জগৎবাসীকে এই মূলনীতির প্রতি আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। এই তাওহীদী দাওয়াতের পথে তাঁহাদের সম্মুখে পর্বতপ্রমাণ শত শত বাধা আসিয়াছে। ইহার জন্য তাহাদিগকে ভয়াবহ বিপদের ঝুঁকি লইতে হইয়াছে, অকথ্য নির্যাতন ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে। নিজেদের জন্মস্থান ছাড়িয়া রিক্তহস্তে দেশ দেশান্তরে ঘুরিতে হইয়াছে এবং অনেককে স্বজাতীয় ঘাতকের হস্তে শাহাদতও বরণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কোন অবস্থাতেই উক্ত মূলনীতি হইতে বিচ্যুত হন নাই।

ইহা একটা সর্বস্বীকৃত ব্যাপার যে, কোন রাজা বাদশাহ কোন ভূস্বামী ও কলকারখানার মালিক তাহার অধীনস্থ প্রজা-রায়ত এবং কর্মচারীগণের সর্ব প্রকার কর্মশৈথিল্য কাজে অমনোযোগিতা, কর্তব্যে একাগ্রতার অভাব এবং সময়মত অনুপস্থিতি বরদাশ্‌ত করিতে পারে কিন্তু সে অধীনস্থগণের বিদ্রোহ, নিজেদের মালিককে অস্বীকার কিংবা তাহার স্থলে অন্যকে বসাইবার বা তাহার অধিকারে অন্য কাহাকেও শরীক করাইবার ব্যবস্থাকে কস্মিনকালেও সহ্য করিতে পারে না। সে যখনই জানিতে পারে যে, আমার অমুক প্রজা বা কর্মচারী আমার কর্তৃত্বকে অস্বীকার করে বা আমার নিজস্ব অধিকারে অন্য আর একজনকে অংশীদার মনে করে, তখন সে রুদ্ররোষে ফাটিয়া পড়ে এবং এরূপ প্রকৃতির লোককে চরম দণ্ডদানে একটুও ইতস্ততঃ করে না এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় অনুগত জনের লিষ্ট হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেয়। যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই বিশাল পৃথিবী এবং যাবতীয় দৃশ্য অদৃশ্য বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, নিয়ামক, পরিচালক, প্রতিপালক এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অতএব তাঁহার আসনে অন্যকে বসাইবার ধৃষ্টতা যাহারা করে তাহারাই বিদ্রোহী, কাফির এবং মুশরিক। আল্লাহর দরবারে তাহাদের মুক্তি নাই, ক্ষমা নাই; তাঁহার নিকট তাহারা চির অভিশপ্ত এবং

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বে-মেয়াদী যাবজ্জীবন বন্দী। মুসলমানদের নীতি-নির্ধারক কলেমা-এ-তাইয়েবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যটিই তাহাদের মূলনীতি, ইহার মধ্যে অন্য কোন বস্তুর, মানব দানবের, জীবজন্তুর, প্রস্তর বা বৃক্ষের কোন কিছুরই স্থান নাই। মুসলিম-জীবন কেবল ইহাকেই কেন্দ্র ও লক্ষ্য করিয়া পরিচালিত হয়, তাহাকে ইহার পরিধির বাহিরে একপদও চলিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই।

আল্লাহ বলেন,

وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم (سورة مائده ١٠ركوع)

অর্থাৎ "এক আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই এবং তাহারা যেসব কথা বলে যদি তাহারা তাহা হইতে নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের (এই) অস্বীকারকারীগণের উপর অত্যন্ত কঠিন আযাব আপতিত হইবে।

আল্লাহ তা'আলার অন্যত্র বলিয়াছেন,

ان الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذالك لمن يشاء ومن يشرک بلله فقد افترى اثما عظيما ۔ (سورة نساء ٧ ركوع)

"নিশ্চয় আল্লাহ তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করার জন্য ক্ষমা করিবেন না এবং ইহা ছাড়া অন্য গুনাহ যাহাকে ইচ্ছা মাফ করিবেন আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত অন্যকে শরীক করে সে একটা বিরাট পাপ উদ্ভাবন করে। (সূরা নিছা ৭ রুকু)

লোকে শির্ককে সাধারণতঃ দেবদেবীর মূর্তি পূজার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে কোন বস্তু বা জীবজন্তুকে ইষ্টানিষ্টের অধিকারী মনে করাই শির্ক। অতএব এইপ্রকার বস্তুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও শির্কের অন্তর্গত। ঐ সকল বস্তুর যতই ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মর্য্যাদা থাকুক না কেন এবং সেগুলি যতই যত্ন সহকারে জাতীয় যাদুঘরে রক্ষিত হউক না কেন কোন তাওহীদবাদীর চক্ষে সেগুলির কানাকড়িরও মূল্য নাই।

"সৎ কর্মের আদেশ এবং মন্দ কর্মের নিষেধ"

"সৎ কর্মের আদেশ এবং মন্দ কর্মের নিষেধ" করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। এই ফরয ত্যাগের জন্য শরীয়তে ভয়ানক শাস্তির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি কোন দেশে প্রকাশ্য আল্লাহ ও রসূলের না ফরমানী চলিতে থাকে আর সেই দেশের সকল অধিবাসী উহা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলেই আল্লাহর বিরাগ ভাজন হইবে, আর যদি কিছু সংখ্যক লোক ইহার প্রতিরোধে দণ্ডায়মান হয় তবে আশা করা যায় যে আল্লার গযব থামিয়া যাইতে পারে।

আল্লাহ প্রত্যেক রসূলকে নিজের উম্মতকে এই সৎকর্মের উপদেশ এবং মন্দ কর্ম হইতে বিরত রাখার আদেশ দিয়া দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং খাস করিয়া উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে ইহার জন্য একটা দল গঠন করিবারও আদেশ করিয়াছেন। তিনি কুরআন মজীদে বলিয়াছেন :

ولتكن منكم امة يدعون الي الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الخ ۔

"তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হওয়া উচিত যাহারা লোকজনকে মঙ্গলের দিকে আহ্বান করিবে, সৎ কর্মের নির্দেশ দিবে এবং মন্দ কাজ হইতে বিরত রাখিবে। আমাদের রসূল সঃ ও এ সম্বন্ধে বহু উপ-

www.ahlehadeethbd.org

দেশ দিয়াছেন এবং ইহা না করার ভয়াবহ পরিনতি সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছিলেন,

من راى منكم منكرا فغيره بيده فقد برئ ومن لم يستطع ان يغيره بيده فغيره بلسانه فقد برئ ومن لم يستطع ان يغيره بلسانه فغيره بقلبه فقد برئ وذالك اضعف الايمان رواه الترمذى والنسائي وهذا لفظ النسائي

যে ব্যক্তি কাহাকে কোন কুকর্ম করিতে দেখে আর সে জোর পূর্বক উহা বন্ধ করিয়া দেয় সে স্বীয় দায়িত্ব মুক্ত হইবে আর যদি সে বলপ্রয়োগ করিয়া উহা বন্ধ করিবার ক্ষমতা না রাখে কিন্তু বাক্য দ্বারা উহার প্রতিবাদ করে তাহা হইলে সেও দায়িত্ব মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি বাক্য দ্বারাও প্রতিবাদ করিবার শক্তি না রাখে কিন্তু অন্তর দিয়া উহাকে ঘৃনা করে তাহা হইলে সেও দায়িত্ব মুক্ত হইবে। কিন্তু এই শেষোক্ত পন্থটা দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক। (তিরমিযী ও নাসায়ী এবং ভাষা নাসায়ীর)।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,

اذا عملت الخطيئة في الارض كان من شهدها وكرهها كمن غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كمن شهدها (رواه ابوداؤد)

যখন দুনিয়ায় কোন গুণাহ অনুষ্ঠিত হয় তখন যদি কোন ব্যক্তি উহা প্রত্যক্ষ করে এবং উহাতে বিরক্ত হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে উহা হইতে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং যদি কেহ অনুপস্থিত থাকে কিন্তু উক্ত গুনাহর উপর রাযী থাকে তাহা হইলে তাহাকে উপস্থিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে। (আবু দাউদ)

দ্বীন ভক্তগণের কর্তব্য

বর্তমানে শির্ক, বিদআত, যেনা, ব্যাভিচার এবং বেহায়াপনার সয়লাব অবাধ গতিতে বহিয়া চলিয়াছে এবং উত্তোত্তর উহার বেগ বাড়িয়াই যাইতেছে এমতাবস্থায় ইসলাম পন্থীগণের নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণের আর অবকাশ নাই। কারণ এই সব ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধের দায়িত্ব মূলতঃ ইসলামী গবর্ণমেন্টের উপর ন্যস্ত থাকে। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের গবর্ণমেন্ট এবিষয়ে একরূপ উদাসীন বলিয়াই মনে হয় বরং এরূপ কোন কোন পাপ কাজে গবর্ণমেন্ট পরোক্ষভাবে উৎসাহ দান করিতেছেন। অতএব এইরূপ পরিস্থিতিতে দেশের ইসলাম পন্থী নাগরিকগণকে নিজেদের দুর্বল শক্তি লইয়া আল্লাহর দ্বীনের হিফাযতের জন্য সংঘবদ্ধ ভাবে আগাইয়া আসিতে হইবে। নতুবা খুদা নাখাস্তা দেশ পাপের ভারে ডুবিয়া যাইবে এবং আল্লাহর গযবে পতিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইতিহাস চেতনার তাৎপর্য

(১৬৮-এর পাতার পর)

... ...

ইতিহাস ও অতীত নিদর্শনের সবকিছু হইতে প্রেরণা সঞ্চার করিতে হইবে এবং তাদের স্তবস্তুতি করিতে হইবে বলিয়া যাঁরা রায়দান করেন, তাঁরা আধুনিক মানুষকে এই উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের অন্ধ জীর্ণ গলিতে ফিরিয়া যাইতে বলেন। তাঁরা ইতিহাসবোধ ও ইতিহাস সমীক্ষার পরিবর্তে ইতিহাসের মৃতদেহকেই আঁকড়াইয়া থাকিতে চান। এই মনোভাবকে প্রতীকবাদীতার নামান্তর ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। এরা যে প্রগতিশীল নন, দৃষ্টির এ আচ্ছন্নতা এবং স্থূল আবেগ-প্রবণতাই তার প্রমাণ। এদের অনেকেই পাণ্ডিত্যের সম্মানিত আসন হইতে কথা বলেন। কিন্তু তাঁদের কথা শুনিলে মনে হয়, যুগচেতনা হইতে বহু শতাব্দী পিছনে তাঁরা পড়িয়া রহিয়াছেন; যাদুঘরে রক্ষিত কোনো নিশ্চল ভগ্ন মূর্তির মতোই তাঁরা ক্ষয়িত এবং জর্জরিত।

... ...

আমরা একাধিকবার একথা বলিয়া আসিয়াছি যে, অতীতের সংগে বর্তমানের সম্পর্ক নিরূপণের অনিবার্য প্রয়োজনে আমাদের যাদুঘরগুলিকে অতীত-পরিচিতির আদর্শ কেন্দ্রে পরিণত করিতে হইবে। মানুষের সৃষ্টি এবং ধ্বংসের, কীর্তি এবং অপকীর্তির স্বাক্ষর বুকে লইয়া ইতিহাস পথের ধূলোয়, শ্যাওলার আস্তরণে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। অজাতশত্রু কিভাবে প্রাচীন বৌদ্ধ কীর্তিসমূহ ধ্বংস করিয়াছেন, পরশুরামের 'কঠোর কুঠার' কিভাবে ক্ষত্রিয় রক্তে অবগাহন করিয়াছে, কলিঙ্গের যুদ্ধ কিভাবে এ উপমহাদেশের ইতিহাসের ধারাকে বদলাইয়া দিয়াছে,—সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্যের উত্থান এবং পতনে, স্বৈরাচারী রাজবংশগুলির নিপীড়নে কিভাবে জনজীবন জর্জরিত হইয়াছে অনেক প্রাচীন নিদর্শনেই তার পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে। রাজকীয় গৌরব, শ্লাঘা ও দম্ভের পরিচয়কে কালের বুকে অক্ষয় করিয়া রাখার জন্য অনেক রাজা এবং সম্রাট মর্মর প্রাসাদ গড়িয়াছেন উত্তুঙ্গ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। এসবের মধ্যে সৌন্দর্য প্রতিকায়িত হইয়াছে—কিন্তু তার পাঁজরে অনেক দীর্ঘ শ্বাসও জমা হইয়া রহিয়াছে। তা সত্বেও এসবকে আমরা উপেক্ষা করিতে চাই না। অতীতের ধ্বংস ও সৃষ্টির রূপ এবং কালের পরিচয়লিপি হিসাবে এসবকে যাদুঘরে আমরা সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে চাই। কেননা, এ থেকে আমরা আমাদের যুগ-মানসের বিচার করিতে পারিব। যদি কেউ বলেন, এসব নিদর্শন আমাদের সাংস্কৃতিক প্রেরণার উৎস, তবে তাঁকে বিকারগ্রস্ত ছাড়া আর কি বলিয়া আখ্যায়িত করা সম্ভব?

মানব সভ্যতার ইতিহাসের পরিধি সুবিশাল। গুহা-যুগ হইতে এ ইতিহাসের যাত্রা শুরু হইয়াছে। গুহাযুগের অনেক নিদর্শন পৃথিবীর প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালাগুলিতে রহিয়াছে। একালের মানুষের ইতিহাস-জ্ঞানকে এসব নিদর্শন প্রদীপ্ত করে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্বপ্রীতির অন্ধ মোহে কি আমরা একালের গুহাযুগের জংলী অনুশাসন মানিয়া লইতে পারি? ইউরোপের সভ্যতায় প্যাগান-টিউটনদের অনেক অবদান রহিয়াছে। তাদের মাথায় মহিষ বা ষাঁড়ের শিং শোভা পাইত। এই শিংয়ের অনেক নিদর্শন ইউরোপের যাদুঘরগুলিতে সংরক্ষিত। কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহ্যের নামে একালের ইউরোপীয়রা কি মাথায় শিং ধারণ করিতে রাজী হইবে? আরবদের পূর্বপুরুষরা মূর্তি পূজা করিত বলিয়া কি এখন তারা ঐতিহ্য রক্ষার নামে মূর্তি পূজায় ফিরিয়া যাইবে?

ঢাকা যাদুঘরের ৫৪তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানে কয়েক জন পণ্ডিত ঐতিহ্যপ্রীতি ও সংরক্ষণের দোহাই দিতে গিয়া এ ধরনের একটা বিকৃত মানসিকতাকেই বড়ো করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁরা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের কংকালকে একার্থবোধক করিয়া দেখাইয়াছেন। সংস্কৃতি একটা জাতির জীবন্ত মূল্যবোধ এবং তার চলমান জীবনের গতিশীলতাই যে এর মধ্যে প্রতিফলিত থাকে একথা কি তাঁরা সজ্ঞানে বিস্মৃত হইয়াছেন? না এ তাঁদের বৈদগ্ধের দীনতা? তাঁদের একজন ইসলামের সাংস্কৃতিক উদারতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া মিসরীয়দের স্ফীঙ্কস-মূর্তি পূজার কথা বলিয়াছেন। মিসরীয়রা নাকি মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় এই নর সিংহ মূর্তির সামনে বিনত হইয়া তার কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করিয়াছে। এ দ্বারা কি তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, মুসলমানদের ঐতিহ্যপ্রীতি এতখানি যে, মূর্তিপূজা করিতেও তাদের দ্বিধা নাই? এ ধরণের বিকৃতির নামই কি মুক্তবুদ্ধি? কিংবা ইতিহাস চেতনা?

www.ahlehadeethbd.org

দেশে-বিদেশে

পূর্ব পাকিস্তানে মদ্যপান

এতদিন সরকারী প্রচার যন্ত্র এ ং অন্যান্য প্রচার-মাধ্যমে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইতেছিল যে, চলতি সালের ১লা অক্টোবর হইতে স্বাস্থ্যগত কারণ ছাড়া কেহ মদ্যপান করিতে পারিবে না, সিভিল সার্জন পর্যায়ের ডাক্তারের সার্টিফকেটে শুধু ঔষধরূপে সীমিত পরিমাণ মদ পাকিস্তানীরা ব্যবহার করিতে পারিবে। হোটেলের পানশালা এবং মদ্যব্যবসায়ীদের লাইসেন্স অনেকাংশে বাতিল করা হইবে।

স্বাস্থ্যগত কারণেও মদ্যপান করার অনুমতি ইসলামে নাই। রসূলুল্লাহ (দঃ) মদ্যকে ঔষধ নয়, স্বয়ং একটি রোগরূপে চিহ্নিত করিয়াছেন। মহা নবীর সেই হুশিয়ার বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া ইউরোপ আমেরিকার বিজ্ঞানী ও গবেষক চিকিৎসকরাও সাড়ে তের শত বৎসর পর বলিতে বাধ্য হইতেছেন, "It is an illness of the whole-man, including his soul, মদ্যপান আত্মা সহ মদ্যপায়ী গোটা মানুষটিরই একটি রোগ।

রোগীদের জন্য মদ্যপানের দুয়ার খোলা রাখা উচিত নয়—এই কথাই আমরা ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী ও গবেষকগণের তথ্য হইতে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত করিয়া কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবার জন্য ৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিন্তু সবই মাঠে মারা গেল। কারণ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সরকার এই মর্মে নির্দেশ দিয়াছেন যে, পানশালার মালিক ও মদ্য ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা ১লা অক্টোবরের পরও অপর কোন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখিতে পারিবে। সুতরাং পানশালায় মদ্যপান আগের মতই চলিবে। শুধু রোগীরাই নয়, সুস্থ্য ব্যক্তিরাও বহাল তবিয়তে শরাবের বোতল টানিতে পারিবে।

কোন্ কারণে কিসের প্রভাবে সোমরসের প্রতি আকর্ষণ ছিন্ন করার ব্যবস্থা কার্যকরী হইলনা তাহা জানা যায় নাই। উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরও মনে হয়, কর্তৃপক্ষ মহল নীরব থাকাই শ্রেয় মনে করিতেছেন। ইসলামী রাষ্ট্রে হারাম মদ আর কতদিন 'হালাল' হইয়া থাকিবে কে জানে?

কৃষকদের পাট বিক্রয় সমস্যা

পূর্বপাকিস্তানের পাটের রূপালী আঁশের বিনিময়ে বছরে দেড়শত কোটি টাকার মত বিদেশী মুদ্রা অর্জিত হয়। অথচ যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া এই অর্থ উপার্জিত হয় তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখার লোক নাই। লম্বা লম্বা বুলী আওড়ান বিভিন্ন মহল হইতে চিরদিনই হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কৃষক যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতেছে।

এক মণ পাট উৎপাদন করিতে সাধারণতঃ যা খরচ পড়ে এবার সকল বস্তুর মহার্ঘতা এবং শ্রমিকের বর্ধিত ভাতার জন্য উৎপাদন খরচ তদঅপেক্ষা বেশী পড়িয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, গতবার কৃষক পর্যায়ে যেখানে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ছিল ৩১—৩৩ টাকা সেখানে এবার ২৬—২৮ টাকায় নামাইয়া আনা হয়। এই সর্বনিম্ন দরও যদি কৃষক পাট বিক্রি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া ঘরে নিতে পারিত, তবে সাময়িক অভাবটা অন্ততঃ তারা মিটাইতে পারিত। সরকার এজন্য বহু রকম ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং জোরগলায় ঘোষণা করেন যে, কৃষক যাতে সর্বনিম্ন দর পায় তার পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বিধি অমান্যকারী ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে অনেক হুশিয়ার বাণীও উচ্চারিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক স্থলে সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে।

কৃষক সর্বনিম্ন মূল্যের অনেক কমে পাট বিক্রয়ে বাধ্য হইতেছে, নতুবা পাট কাঁধে করিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। এই ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের ব্যর্থতা এখন পর্যন্ত মুখে স্বীকার না করিলেও, মনে হয় হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছেন।

পাট উৎপাদক কৃষক আর কতদিন দুর্ভোগ ভুগিতে থাকিবে? ফড়িয়ারা কেন ন্যায্য মূল্যে পাট ক্রয় করে না দেশী পাটকল মালিকও একচেটিয়া রপ্তানীকারকরা কেন উক্ত মূল্যে ক্রয়ে উৎসাহ দেখায় না, জুট বোর্ড ও জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব কেন পালন করিতে সক্ষম হইতেছে না—এসব বিষয়ে অবিলম্বে এবং সুষ্ঠুভাবে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। পাট ব্যবসায়ে দুর্নীতি, রাজনীতি এবং ক্রয়বিক্রয়ের বহুমাধ্যম রীতির অবসান ঘটাইয়া দেশের কল্যাণ ও উৎপাদকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারের পাটনীতিতে একটা কার্যকরী এবং বিপ্লবী পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

আরব জাহান

খার্তুম শীর্ষ সম্মেলনে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের পরিবর্তে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক সংগ্রাম ও প্রতিরোধ চালাইয়া যাওয়ার যে নীতি অবলম্বিত হয় উহার সুবিধা অসুবিধা দুইদিকই ছিল। অসুবিধার প্রতি তীব্রতর অনুভূতিই আলজিরিয়া এবং সিরিয়াকে উক্ত পন্থার দিকে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তাহাদের মতে সশস্ত্র সংগ্রামই ইসরাইলী হামলার চিহ্ন মুছিয়া ফেলা এবং সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ। কিন্তু সে পথ যে অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল এবং উহাতে সাফল্য অর্জনের জন্য ব্যাপকতর সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজন এবং তাহা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এই বাস্তব সত্যকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মোটেই নয়।

চারিদিনের যুদ্ধে মিসরের যে ক্ষতি হইয়াছে রাশিয়ার বিপুল সমর সম্ভার সরবরাহ এবং সামরিক ট্রেনিং দানের দ্রুত ব্যবস্থা সত্ত্বেও এখনও তাহা পূরণ হইতে বহু বাকী। মিসরের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হেলিয়া গিয়াছে—সোজা হইয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা হারাইয়া গিয়াছে। ইহার উপর মার্শাল

(১৬৩ এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আররাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গান্তির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org